CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 2 July, 2024 ■ আগরতলা ২ জুলাই ২০২৪ ইং ■ ১৭ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

এজেন্সি, নিট, অগ্নিবীর ইস্যু সহ হিন্দু মন্তব্যে

সরগরম সংসদ

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই (হি. স.) ।। আজ লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে সরগরম ছিল সংসদ। একের পর এক ইস্যু তুলে ধরে শাসকগোষ্ঠীকে চাপে রেখেছিলেন বিরোধী দলনেতা। এছাড়া তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ও ডিএমকে সংসদের একের পর এক শাণিত বান অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়েছিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে অমিত শাহ রাজনাথ সিং রা। তবে রাহুল গান্ধীর তোলা এজেন্সি নিট কেলেঙ্কারি ও অগ্নি বীর প্রকল্প স ।

নিট পরীক্ষায় অনিময় এবং কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ব্যবহার করার অভিযোগে উত্তাল হতে পারে সংসদ। সোমবার অধিবেশন শুরুর পর থেকেই তার আভাস মিলেছিল। সেই মতোই আক্রমণ শানালেন বিরোধীরা। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে একের পর এক আক্রমণ করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। রাহুল এদিন লোকসভায় বলেছেন, নিট পরীক্ষার্থীরা বছরের পর বছর নিজেদের পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যয় করে। তাঁদের পরিবার তাদের আর্থিকভাবে ও মানসিকভাবে সমর্থন করে এবং সত্য হল যে এখন নিট পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় বিশ্বাস করে না, কারণ তাঁরা নিশ্চিত যে পরীক্ষাটি ধনী লোকদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, মেধাবীদের জন্য নয়। আমি বেশ কিছু নিট পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁদের প্রত্যেকেই আমাকে বলে যে পরীক্ষাটি ধনী লোকদের জন্য একটি কোটা তৈরি করার জন্য এবং তাদের জন্য সিস্টেমে একটি উত্তরণ তৈরি করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং এটি দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্য না করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।'

অগ্নিবীর প্রকল্প প্রসঙ্গে রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'একজন অগ্নিবীর ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে প্রাণ হারায় কিন্তু তাকে """শহীদ""" বলা হয় না... """অগ্নিবীর""" একজন ইউজ এন্ড থ্রো শ্রমিক...।' রাহুল গান্ধীর এই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, 'আপনি (রাহুল গান্ধী) ভুল বিবৃতি দিয়ে সংসদকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবেন না। অগ্নিবীরের পরিবারকে এক কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়, যারা আমাদের সীমান্ত রক্ষা করতে অথবা যুদ্ধের সময় নিজের জীবন উৎসর্গ করে।

অপরদিকে, লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর "হিন্দু" মন্তব্যের জেরে উত্তাল সংসদ ভবন। সোমবার সংসদে রাহুল বলেন, "যারা নিজেদের হিন্দু বলে দাবি করেন তাঁরাই সর্বক্ষন হিংসা, ঘৃণা আর অসত্য কথা বলেন। আসলে তাঁরা প্রকৃত হিন্দুই নয়"। বিরোধী দলনেতার মুখে এমন কথা শুনে ক্ষোভে ফেটে পড়েন শাসক দলের সাংসদেরা। রাহুলের ক্ষমা চাওয়ার দাবি তোলেন নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, জে পি নাড্ডা।

রাহুলের এই মন্তব্যের পর নরেন্দ্র মোদী উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, "গম্ভীর বিষয়। পুরো হিন্দু সমাজকে হিংসাত্মক বলা উচিত নয়।" এরপরই রাহুলের মন্তব্য নিয়ে সরব হন অমিত শাহ। তিনি বলেন, "উনি জানেন না। কোটি কোটি মানুষ গর্বের সঙ্গে নিজেদের হিন্দু বলেন। তাঁরা সবাই হিংসাত্মক? হিংসার কথা কোনও ধর্মের সঙ্গে জুড়ে দিলেন কীভাবে। ওঁর ক্ষমা চাওয়া উচিত।" রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে লোকসভায় মিথ্যা কথন এবং হিন্দু বিদ্বেষের অভিযোগ করেছেন বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডা। বিজেপি সভাপতি বলেছেন, "তাদের হিংস্র বলার জন্য সমস্ত হিন্দুদের কাছে অবিলম্বে ক্ষমা চাইতে হবে রাহুল গান্ধীকে। এই একই ব্যক্তি বিদেশি কূটনীতিকদের বলছিলেন, হিন্দুরা সন্ত্রাসবাদী। হিন্দুদের প্রতি ওঁর এই ঘৃণা বন্ধ হওয়া উচিত।"

১০ জুলাই থেকে পুর এলাকার তিন চাকার যান রেজিস্ট্রেশন বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই ।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার আগরতলা পুর পরিষদ এলাকায় সব ধরনের তিন চাকার যাত্রী ও পণ্যবাহী যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে পরিবহন দপ্তর। এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছে ত্রিপুরা পরিবহন দপ্তর। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে, এমভি অ্যাক্ট ১৯৮৮ এর ধারা ১১৫ অনুযায়ী রাজ্য সরকার শহরকে যানজটমুক্ত রাখতে এবং শহরের যাত্রীদের নিরাপত্তার খাতিরে ১০ জুলাই থেকে পুরো এলাকায় সমস্ত ধরনের তিন চাকার যানবাহন যথা ই রিক্সা, ই কার্ট, ই অটো, পেট্রোল অটো, ডিজেল অটো ও সিএনজি অটো ও বায়ো ফিউল দ্বারা চালিত যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন বন্ধ করে দেওয়া হবে।

মূলত শহরকে যানজট মুক্ত রাখতে এবং ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়নে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পরিবহন দপ্তর।

ভারী বৃষ্টির সর্তকতা

রাজ্যে অবিরাম বৃষ্টিতে ছন্দপতন

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই (হি. স.)।। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আগামী ৪ থেকে ৫ দিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম এবং ত্রিপুরায় ভারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে আগামী ৩-৪ দিন।

পাশাপাশি আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, ও উত্তরপ্রদেশে ৩ জুলাই পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি চলবে। বিহার, পশ্চিমবঙ্গের হিমালয় সন্নিহিত এলাকা, সিকিম, পশ্চিম ভারতের গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং গোয়ায় ৪ জুলাই পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। একই পরিস্থিতি থাকবে দক্ষিণের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেও।

এদিকে, গত চারদিন ধরে ত্রিপুরায় টানা বৃষ্টিপাত হচ্ছে। ফলে, অবিরাম বর্ষণে অমরপুর — নতুনবাজার সড়ক ধ্বস নেমে সড়ক বন্ধ হয়ে পড়ে। ওই সড়কে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি, ভারী বর্ষণে জলমগ্ন শান্তির বাজার উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়।আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী বিকেল চারটা পর্যন্ত সর্বাধিক বৃষ্টিপাত দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে ১৮৪ এমএম এবং সর্বনিম্ন গোমতী জেলায় করবুকে ১৯ এমএম রেকর্ড করা হয়েছে। এদিকে, আবহাওয়া দফতর আগামী ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ জেলায়, সিপাহীজলা জেলায়, গোমতী জেলায় হলুদ সর্তকতা এবং বজ্রবিদ্যুৎ ও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সর্তকতা জারি করেছে। তেমনি আগামী ২৪ ঘন্টায় রাজ্যের সব জেলায় ভারী বৃষ্টিপাত এবং বজ্রবিদ্যুৎ সর্তকতা জারি করেছে।

প্রসঙ্গত, আজ সকাল থেকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। আজ দিনভর বৃষ্টিপাতে জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। আজ সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সব জেলায় স্বাভাবিকের কাছাকাছি ছিল।

মৌসম বিভাগ জানিয়েছে, আজ বিকেল চারটা পর্যন্ত আগরতলায় ৪২.৪ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার এডি নগরে ৫৮ এমএম, লেম্বুছড়ায় ৬৪.৯ এমএম, ডিএম অফিসে ৫০.৫ এমএম, সচিবালয়ে ৩৯.৫ এমএম, হাওরায় ৫৩.৮ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, সিপাহীজলা জেলার বিশালগরে ৩৬.৮ এমএম, বিশ্রামগঞ্জে ৩১.৫ এমএম, গজারিয়া ৭৩.৮ এমএম, সোনামুড়া মোহনবাগে ৬৯.৬ এমএম। তেমনি, খোয়াই জেলায় ৬৫.৮ এমএম এবং তেলিয়ামুড়ায় ৪২ এমএম, গোমতী জেলায় উদয়পুরে ২৫.২ এমএম, অমরপুরে ৭৫.৮ এমএম, করবুকে ১৯ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

তাছাড়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুমে ৩১.১ এমএম, বাগাফা ৭২.৪, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে ১৮৪ এমএম, বিলোনিয়াতে ৯২.২ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগরে ৬২.৬ এমএম , কাঞ্চনপুরে ২১.২ এমএম, আশাপাড়ায় ৫৩.৫ এমএম, কদমতলায় ১২৩.৬ এমএম এবং নতুনবাজার ১৩৩.৮ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। তেমনি, ঊনকোটি জেলায় কুমারঘাটে ৫৮.২ এমএম এবং কৈলাসহরে ১১২ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। ধলাই জেলায় ছাওমনুতে ৩৯.৭ এমএম, গন্ডাছড়ায় ৫৯.৮ এমএম, কমলপুরে ১১২ এমএম, এবং মনুঘাটে ৬৮.৮ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

রাজ্যে পঞ্চায়েত ই-অফিসের আওতায় জনগনকে স্বচ্ছ প্রশাসন দেওয়াই লক্ষ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই ।। রাজ্যের বর্তমান সরকার প্রশাসনে স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিজিটাল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মাইলফলকগুলির মধ্যে ই- অফিস হল অন্যতম প্ল্যাটফর্ম। রাজ্যের সমস্ত পঞ্চায়েতে প্রসারিত এই প্ল্যাটফর্ম শুধু রাজ্যের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য নয়, সমগ্র দেশের কাছেই এটি একটি উদাহরণ। আজ সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে এক অনুষ্ঠানে রাজ্যের সমস্ত পঞ্চায়েত অফিসে ই-অফিস চালুর ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা ই- অফিস ১০০ শতাংশ চালু করেছে এমন দপ্তরগুলিকে শংসাপত্র প্রদান করেন। তাছাড়াও বেনিফিসিয়ারী ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফলভাবে কার্যকর করায় মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন দপ্তরকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় চিকিৎসক দিবসের অনুষ্ঠানে

দশজন প্রবীন চিকিৎসকে সংবর্ধিত করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই ।। ভারতরত্ন ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিনে আজ সারা দেশে জাতীয় চিকিৎসক দিবস পালন করা হচ্ছে। তিনি তাঁর কর্ম ও পেশার মধ্য দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করেছিলেন। ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের মতো মনীষীগণ সব সময়ই আমাদের কাছে প্রেরণার। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে জাতীয় চিকিৎসক দিবসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে মুখ্যমী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমী আরও বলেন, রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। ত্রিপুরায় আগামী দিনে মেডিক্যাল হাব গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বর্তমান সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে এই প্রচেষ্টা নিয়েছে। রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার মানুষের কাছে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ

নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমী রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে যে সমস্ত পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তার উল্লেখ করে বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পরিকাঠামোর উন্নয়নে সম্পতি ডোনার মক ৫টি প্রকল্পে মোট ৫১৫ কোটি টাকার মঞ্জরি দিয়েছে। এরমধ্যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে ৩টি প্রকল্প রয়েছে। এগুলি হলো আগরতলা ডেন্টাল কলেজ নির্মাণে ২০২ কোটি টাকা, আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালে ২০০ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছয় বছরে সরকার জনগনের উপর বাড়তি কোন করের বোঝা আরোপ করেনি ঃ অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।। বর্তমান রাজ্য সরকার গত ৬ বছরে জনগণের উপর বাড়তি কোনও করের বোঝা আরোপ করেনি। তারপরেও ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন কর খাতে রাজ্যে প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকার বেশি কর আদায় হয়েছে। কর প্রদানকারী জনগণের সঙ্গে সরকার একত্রিত হয়ে কাজ করার ফলেই এই খাতে রাজ্যের আয় দিন দিন বাড়ছে। আজ প্রজ্ঞাভবনে ৮ম জিএসটি (পণ্য ও পরিষেবা কর) দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়। অনুষ্ঠানে গত অর্থবছরে যেসকল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে বেশি কর প্রদান করেছে তাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অর্থমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ তাদের হাতে স্মারক উপহার তুলে দেন। এছাড়াও ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে যেসকল এজেন্টের জমাকৃত অর্থের পরিমাণ বেশি ছিল তাদেরকেও অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে হালহুলির ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পের এক এজেন্টের পুত্র শুভ্রজিৎ চৌধুরীকে এবছরের ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের দ্বাদশ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করার জন্য সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় আরও বলেন, যে কোনও স্থানের উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থা মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। ২০১৪ সালের পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে।

রাজ্যে বর্তমানে ১৯টি রেল চলাচলের পাশাপাশি বিমান পরিষেবারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। অচিরেই বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে অতি অল্প সময়ে মৈত্রী সেতুর মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দরকে ব্যবহার করে পণ্য আদান প্রদান শুরু হবে। তারফলে এই রাজ্যের উন্নয়ন আরও কয়েক কদম এগিয়ে যাবে। অনুষ্ঠানে আলোচনায় অর্থ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় বলেন, ২০২২- ২৩ অর্থবছরে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ থেকে কার্যকর হল দেশে তিনটি নতুন আইন

নয়াদিল্লি, ০১ জুলাই।। রবিবার রাতে ঘড়ির কাঁটা ঠিক ১২টা বেজে উঠার সাথে সাথেই সারা দেশেই ১ জুলাই ভারতীয় দণ্ডবিধিতে নতুন ইতিহাস লিখল। আজ থেকে আইপিসি, সিআরপিসি এবং ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্টের জায়গায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম নামে তিনটি নতুন আইন দেশে কার্যকর হয়েছে। তিনটি নতুন আইনে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে এফআইআর থেকে রায় পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, ফৌজদারি বিচার ত্বরান্বিত করতে নতুন আইনে ৩৫টি স্থানে সময়সীমা যুক্ত করা হয়েছে। অভিযোগ পাওয়ার পর এফআইআর দায়ের করা, তদন্ত শেষ করা, আদালতের সম্মতি নেওয়া, নথিপত্র দাখিল করা এবং বিচার শেষ হওয়ার পর রায় দেওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে। পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির পূর্ণ ব্যবহার এবং ইলেকট্রনিক প্রমাণকে আইনের অংশ করে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির পথ সহজ করা হয়েছে। অভিযোগ, সমন ও সাক্ষ্যগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার ন্যায়বিচারকে ত্বরান্বিত করবে।

এখন তিন দিনের মধ্যে এফআইআর

নতুন আইনটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এফআইআর দায়ের এবং আদালতে পাঠানো নিশ্চিত করে। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতায় (বিএনএসএস) একটি বিধান রয়েছে যে অভিযোগ পাওয়ার পরে তিন দিনের মধ্যে একটি এফআইআর নথিভুক্ত করতে হবে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিচার ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের নতুন তিনটি আইন চালু হয়েছে ঃ ডা: বিশাল কুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।। আজ থেকে সারা দেশের সাথে রাজ্যেও তিনটি নতুন আইন চালু হয়েছে। নতুন তিনটি আইনের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে জনগণ ও আইনের সাথে যুক্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত করার জন্য সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। রাজ্যেও নতুন এই আইনগুলি কার্যকর করার জন্য ইতিমধ্যে ৪ হাজারের উপর সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসকের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৪ জুলাই দেশে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক এসএফআই'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই।। গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয়করণের করার চেষ্টা করছে সরকার। এরই প্রতিবাদে আগামী ৪ জুলাই সারা দেশে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে এসএফআই-টিএসইউ। আজ সংবাদিক সম্মলনে একথা জানিয়েছেন এসএফআইএস-এর রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব।

এদিন সন্দীপন দেব বলেন, লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার প্রাককালে নিট পরীক্ষার ফল ঘোষণা হয়েছিল। সেই ফলাফল নিয়ে বিস্তর অভিযোগ উঠে এবং পরবর্তীকালে তার সত্যতা প্রমাণিতও হয়েছে। ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির (এনটিএ)-র গৃহীত পরীক্ষাগুলিতে একের পর এক অভিযোগ মিলছে। চারটি গুরুত্বপূর্ন পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। সারা দেশের যুব সমাজের মধ্যে হতাশাজনক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যত বিপন্নের মুখে পরেছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যর্থ সরকার ঃ বীরজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১ জুলাই।। রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যর্থ বিজেপি সরকার। শুধু কাটমানির টাকা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এমনটাই অভিযোগ তুললেন কংগ্রেস বিধায়ক বীরজীৎ সিনহা।

জানা গিয়েছে, কৈলাশহর গৌরনগর আর ডি ব্লকের অন্তর্গত ভগবান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ এবং ৭ নং ওয়ার্ডের অর্থাৎ ৩২ কেভি সাব স্টেশনের পাশ হয়ে এন এইচ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২৫৯ ▫ ২ জুলাই ২০২৪ ইং ▫ ১৭ আষাঢ় ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

আইনের অপব্যবহার রুখিতে হইবে

সরকার দেশের সংবিধানে নারীদের অধিকার সুরক্ষিত করিবার জন্য বিশেষ কিছু আইনী সংস্থান রাখিয়াছে। নারীরা সেই আইনী ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করিলে কাহারো কোন আপত্তি থাকিবার কথা নয়। কিন্তু সাংবিধানিক এই রক্ষাকবচকে হাতিয়ার করিয়া একাংশের নারীরা আইনের অপব্যবহার করিতে শুরু করিয়াছেন। ইহা কিন্তু এখন দিনের আলোর মত পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নারীদের জন্য নানা অধিকারের স্লোগান অতীতেছে। জাতীয় স্তরে এবং রাজ্যস্তরে নারীদের অধিকার সুরক্ষার জন্য মহিলা কমিশন রহিয়াছে। মহিলা কমিশনে একমাত্র নারীরাই অভিযোগ জানাইতে পারেন। সেখানে পুরুষদের অভিযোগ জানাইবার কোন সংস্থান নাই। উপরন্ত মহিলা কমিশনে অসংখ্য পুরুষ ন্যায়বিচার পাইবার বদলে হেনস্তার শিকার হইতেছেন। কিন্তু প্রতিবাদ করিবার কোন ব্যবস্থা নাই। অথচ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় শুধু নারীরাই পুরুষদের দ্বারা নির্যাতিত হইতেছে না। পুরুষদের একটা বড় অংশ নারীদের দ্বারা নির্যাতিত হইতেছে। নাজিরা নির্যাত্ত হইলে মহিলা কমিশনে অভিযোগ জানাইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। কিন্তু পুরুষ লোকও লজ্জার ভয়ে মহিলাদের দ্বারা নির্যাতিত হইলে ও মুখ খুলিতে পারে না। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পুরুষদের অধিকার রক্ষার জন্য পুরুষ কমিশন গঠন করিবার জন্য নানা মহল হইতে দাবি উঠিয়াছে। পুরুষ কমিশন গঠন করিবার তাবির যথেষ্ট যৌক্তিকতাও রয়েছে।

মহিলাদের মতোই সমাজের বিভিন্ন স্তরে সমস্যার মুখে পড়েন বিভিন্ন বয়সি পুরুষরাও। যৌন হেনস্থা, গার্হস্থ্য হিংসা, মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকারও হন তাঁহারা। এই পরিস্থিতিতে অনেক ক্ষেত্রে আত্মহত্যার মতো চরম পদক্ষেপও করেন পুরুষরা। এই সমস্যা সমাধানের দাবিতে দেশে তৈরি হোক কমিশন, দীর্ঘদিন ধরিয়াই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই দাবিতে আন্দোলন করিয়াছেন পুরুষদের একাংশ। এ বার তাঁহাদের দাবির পক্ষে জোরালো সওয়াল করিয়া শীর্ষ আদালতে দায়ের হইয়াছে মামলা।'

সেখানে পুরুষদের উপরে হওয়া নির্যাতনের প্রতিকারের জন্য অবিলম্বে পুরুষ কমিশন গঠনের দাবি জানানো হইয়াছে। আগামী সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের এজলাসে এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা। মামলার আবেদনে "ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো" এনসিআরবি-এর ২০২১ সালের পরিসংখ্যান পেশ করা হইয়াছে।তাহাতে দাবি, দেশের নানা প্রান্তে সেই বছর আত্মহত্যার ঘটনা ঘটিয়াছিল ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৩৩টি। এর মধ্যে বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা ৮১,০৬৩। এই পুরুষদের আত্মহত্যার মূলে আছে গার্হস্থ্য হিংসা, দাবি আবেদনকারীদের। মামলাকারীদের আইনজীবী মহেশ কুমার তিওয়ারির দাবি, অবিলম্বে পুরুষ কমিশন গঠন করিয়া সঠিক নির্দেশিকা প্রণয়ন করিলে গার্হস্থ্য হিংসা এবং অন্যান্য কারণে পুরুষদের আত্মহত্যার সংখ্যার উপরে রাশ টানা সম্ভব হইবে।"জাতীয় মহিলা কমিশনের মতো পুরুষ কমিশন গঠন করিবার দাবিকে সমর্থন করিয়াছেন পশ্চিমবঙ্গে পুরুষ অধিকারের পক্ষে সওয়াল করা সমাজকর্মী নন্দিনী ভট্টাচার্য। তাঁহার দাবি, "আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বসবাসকারী মহিলাদের তুলনায় বরাবরই পুরুষদের আত্মহত্যার সংখ্যা বেশি। অনেকেই এটা বিশ্বাস করিতে চান না। পুরুষদের সমস্যা, অবসাদ নিয়ে মাথা ঘামানোর তুলনায় অনেকেই মহিলাদের দুঃখ-দুর্দশা নিয়া বেশি চিন্তিত। দেশের সামগ্রিক বিকাশের স্বার্থেই আমরা চাই শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপে গঠিত হোক পুরুষ কমিশন, সুরক্ষিত হোক পুরুষদের জীবন। আমরা ঘরে ঘরে নারী-পুরুষ বিবাদ চাই না, চাই সুস্থ পরিবেশ, ভারসাম্য। সেটাকেই নিশ্চিত করিতে পারে পুরুষ কমিশন।

ভারতীয় সেনাবাহিনী সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে প্রস্তুত ও সক্ষম : উপেন্দ্র দ্বিবেদী

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই (হি.স.): ভারতীয় সেনাবাহিনী সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে প্রস্তুত ও সক্ষম। জোর দিয়ে বললেন নতুন সেনাপ্রধান জেলারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। তিনি বলেছেন, 'এটা আমার জন্য অত্যন্ত গর্বের ও সম্মানের মুহূর্ত যে, আমি ভারতীয় সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর গর্বিত ঐতিহ্য আমাদের জওয়ানদের আত্মত্যাগ এবং অবদানের উপর ভিত্তিশীল।' রবিবারই দেশের নতুন সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। এরপর সোমবার সকালে জাতীয় যুদ্ধস্মারকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তিনি। পা ছুঁয়ে দাদা ও বড়দের আশীর্বাদ নেন তিনি।

এরপর সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী বলেছেন, 'এই উপলক্ষে, আমি সেই সমস্ত সাহসী জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানাই যারা কর্তব্যরত অবস্থায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। এখন বৈশ্বিক সমীকরণ বদলে যাচ্ছে। বর্তমান যুদ্ধগুলি একটি নতুন রূপ নিচ্ছে এবং আমাদের কেবল এই দিকে অগ্রসর হওয়া নয় বরং জওয়ানদের আধুনিক অস্ত্র এবং নতুন যুগের প্রযুক্তিতে সজ্জিত করে যুদ্ধ ব্যবস্থা এবং কৌশলগুলিকে উন্নত করতে হবে। এখন ভারতীয় সেনাবাহিনী আধুনিকীকরণের পথে অগ্রসর হচ্ছে। এই বিষয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী আত্মনির্ভরতা অর্জনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত। এ জন্য সেনাবাহিনী দেশীয় উদ্যোগকে উৎসাহিত করবে এবং আরও বেশি করে দেশীয় যুদ্ধ ব্যবস্থা ও সরঞ্জাম যোগ করবে। আমার চেষ্টা থাকবে ভারতীয় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনী এবং অন্যান্যদের মধ্যে সমন্বয়ের সঙ্গে, আমরা সর্বদা সংঘর্ষের সম্পূর্ণ বর্ণালীর অধীনে অপারেশনের জন্য প্রস্তুত থাকি। এর মাধ্যমে, আমরা ভারতের জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষিত করতে সক্ষম হব এবং আমরা বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর দিকে দেশ গঠনের একটি প্রধান স্তম্ভ হয়ে উঠতে সক্ষম হব। আমি দেশ এবং সমস্ত ভারতীয়কে আশ্বস্ত করছি, ভারতীয় সেনাবাহিনী সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে প্রস্তুত এবং সক্ষম।'

তৃণমূল মানে তালিবানি মানসিকতা ও সংস্কৃতি : শেহজাদ পুনেওয়ালা

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই (হি.স.): উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ায় প্রকাশ্যে যুগলকে মারধরের ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি মুখপাত্র শেহজাদ পুনেওয়ালা। তৃণমূলকে একহাত নিয়ে শেহজাদ বলেছেন, তৃণমূল মানে তালিবানি মানসিকতা ও সংস্কৃতি। সোমবার শেহজাদ বলেছেন, 'বাংলার রাস্তায় প্রকাশ্য দিবালোকে তালিবানি-শৈলীর নৃশংস ভিডিও দেখে সমগ্র দেশ হতবাক। যে ব্যক্তি এমনটা করেছে সে সেখানে তৃণমূল বিধায়কের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত। এই মর্মান্তিক ঘটনার নিন্দা করার পরিবর্তে তৃণমূল বিধায়ক বলছেন, মহিলাকে মারধর করা হয়েছে যেহেতু তাঁর আচরণ খারাপ। তিনি নির্যাতিতাকে লজ্জিত করেছেন।'

ইন্ডি জোটের উদ্দেশ্যে শেহজাদ বলেছেন, 'দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, যারা মণিপুর নিয়ে কথা বলে, তাঁরা এখন মহিলাদের সমস্যা নিয়ে চুপ।' রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা, প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী, মহুয়া মৈত্র, সাগরিকা ঘোষের মতো নেতা-নেত্রীদের চুপ থাকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শেহজাদ। পুনেওয়ালা বলেছেন, 'বোঝাই যাচ্ছে, মহিলাদের সমস্যাকে তাঁরা গুরুত্ব দেয় না। তাঁরা শুধুমাত্র নিজেদের রাজনৈতিকভাবে সুবিধাজনক এজেন্ডা নিয়ে চিন্তা করে।'

জি এস টি দিবস উদযাপন: অর্থনৈতিক সংস্কারের একটি মাইলফলক

২০২৩-২৪ সালে মোট সংগ্রহ ২০.১৮ লক্ষ কোটিতে পৌঁছল: উপকৃত হয়েছে এমএসএমই, গ্রাহক এবং ব্যক্তি ও পণ্য সরবরাহকারীরা

নয়াদিল্লী, ১ জুলাই ২০২৪: ১লা জুলাই ২০১৭-এর ঐতিহাসিক রাতে, ভারত পণ্য ও পরিষেবা কর (ওষ্ট) বাস্তবায়নের মাধ্যমে তার করচিত্রে একটি পরিবর্তনমূলক যাত্রা শুরু করেছিল। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বারা 'নতুন ভারতের জন্য একটি যুগান্তকারী আইন' হিসাবে প্রবর্তিত হয়ঊ জি এস টি একটি খণ্ডিত এবং জটিল পরোক্ষ কর ব্যবস্থাকে বদলে দিয়ে জা প্রবর্তন করেছে তাতে ব্যবসা-বানিজ্য এবং ভোক্তারা সমানভাবে উপকৃত হচ্ছে। জিএসটি-র আগে, কর কাঠামোতে আবগারি শুল্ক, পরিষেবা কর, ভ্যাট, সি এস টি এবং অন্যান্যের মতো অসংখ্য শুল্ক কাঠামো অন্তর্ভুক্ত ছিল, যার প্রতেক্তিতে ছিল অনেক জটিলতা ও অসম্পূর্ণতা।

জিএসটি ভারতের কর ব্যবস্থাকে একীভূত করেছে, একটি অভিন্ন বাজার তৈরি করেছে যা আন্তঃরাজ্য বাধাগুলিকে সরিয়ে দিয়েছে এবং কার্যক্ষমতা বাড়িয়েছে। এটি ব্যবসায়িকদের সাপ্লাই চেইন জুড়ে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট দাবি করার অনুমতি দিয়ে, সামগ্রিক করের বোঝা কমিয়ে এবং তা সরলভাবে কার্যকর করার মাধ্যমে করের প্রতিকূল প্রভাব দূর করেছে। এই সংস্কারটি "এক ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত"-এর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, যৌক্তিকতা এবং প্রমিতকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে স্বচ্ছতা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি করেছে।

যেহেতু আমরা প্রতি বছর ১ লা জুলাই জিএসটি দিবস উদযাপন করি, এটি অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতি এবং বৈশ্বিক মঞ্চে আরও সমন্বিত এবং প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির দিকে তার যাত্রার অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে।

জিএসটি এর প্রধান বৈশিষ্ট্য

গ্ন এক দেশ, এক কর: জিএসটি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার দ্বারা আরোপিত একাধিক পরোক্ষ কর যেমন আবগারি শুল্ক, পরিষেবা কর, মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং অন্যান্যগুলিকে প্রতিস্থাপন করেছে। এটি ভারত জুড়ে কর কাঠামোতে অভিন্নতা এনেছে, করের প্রতিকূল প্রভাব দূর করেছে।

গ্ন দ্বৈত কাঠামো: আন্তঃরাজ্য লেনদেনের জন্য ইন্টিগ্রেটেড জিএসটি (জ্জওষ্ট) সহ কেন্দ্রীয় জিএসটি (ঞ্ছওষ্ট) এবং রাজ্য জিএসটি (ছওষ্ট) অন্তর্ভুক্ত।

গ্ন গন্তব্য-ভিত্তিক কর: সরবরাহ ক্ষেত্রের প্রতিটি পর্যায়ে ধার্য করা হয়, নির্বিঘ্ন ক্রেডিট প্রবাহ নিশ্চিত করে এবং শেষ-ভোক্তা পর্যন্ত করের বোঝা হ্রাস করে।

গ্ন ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট (জ্জষ্টঞ্ছ): ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রদত্ত করের জন্য ক্রেডিট দাবি করতে পারে যা দ্বিগুণ করের হার এড়িয়ে করতে পারে।

গ্ন প্রান্তিক ছাড়: একটি নির্দিষ্ট টার্নওভার প্রান্তিক স্তরে ছোট ব্যবসাগুলিকে ওষ্ট থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, সম্মতির বোঝা সহজ করে।

গ্ন কম্পোজিশন স্কিম: কম্পোজিশন স্কিমটি নির্দিষ্ট সীমার নিচে টার্নওভার সহ ছোট করদাতাদের জন্য উপলব্ধ (বর্তমানে বিশেষ শ্রেণীর রাজ্যের জন্য ১.৫ কোটি এবং ৭৫ লাখ)। এই স্কিমের অধীনে, ব্যবসার ক্ষেত্রে তাদের টার্নওভারের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ জিএসটি হিসাবে দিতে হবে এবং সম্মতির প্রয়োজনীয়তা সরলীকৃত করতে হবে।

গ্ন অনলাইন সংযুক্তি: রেজিস্ট্রেশন, রিটার্ন এবং পেমেন্টের জন্য ওষ্টঞ্জ পোর্টাল, কমপ্লায়েন্স সহজতর করে।

গ্ন মুনাফা বিরোধী ব্যবস্থা: জিএসটি-এর সুবিধাগুলি ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করার জন্য, সরকার ন্যাশনাল অ্যান্টি-প্রফিটারিং অথরিটি (ঞ্জঞ্জ) প্রতিষ্ঠা করেছে। এন এ এ —র নজরদারির থাকায় সুবিধা হয়েছে যে, জিএসটি প্রয়োগের কারণে অন্যান্য মূল্য নির্ধারণের অনুশীলন এবং মুনাফাখোরেরা ব্যবসায় জড়িত হাতে পারছে না।

গ্ন বর্ধিত সম্মতি এবং স্বচ্ছতা: ডিজিটাল প্রক্রিয়া কর ফাঁকি রোধ করে, কর ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা বাড়ায়।

গ্ন ক্ষেত্র-ভিত্তিক ছাড়: স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষার মতো কিছু সেক্টর সামর্থ্যের জন্য ওষ্ট হারে ছাড় দিয়েছে বা হ্রাস করেছে।

গ্ন অ্যাকাউন্ট নিষ্পত্তি: কর ব্যালেন্স বজায় রাখতে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে ক্রেডিটগুলির নিরবচ্ছিন্ন স্থানান্তর নিশ্চিত করে।

জিএসটি এর তাৎপর্য

গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স (জিএসটি) এর প্রয়োগের পর থেকে ভারতে বিভিন্ন সেক্টরে রূপান্তরমূলক পরিবর্তন এনেছে। এমএসএমই-এর জন্য, জিএসটি সম্মতি সহজ করেছে, করের সীমা বাড়িয়েছে এবং নতুন আর্থিক উপায় খুলেছে। ভোক্তারা নিম্ন গড় করের হার থেকে উপকৃত হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় পণ্যগুলির খরচ কমিয়েছে, ব্যাক্তি ও পণ্য সরবরাহকারীর ক্ষেত্রে বর্ধিত দক্ষতা, পরিবহন সময় হ্রাস এবং উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ দেখা গেছে। এই সংস্কারগুলি সম্মিলিতভাবে আরও সুগম, স্বচ্ছ এবং অর্থনৈতিকভাবে প্রাণবন্ত ভারতে অবদান রাখে।

ক্ষুদ্র ও লঘু উদ্যোগ এর (এম এস এম ই) সুবিধা:

পূর্বে, ভ্যাট অব্যাহতি এবং কম্পোজিশন স্কিমের প্রভাব খুব কম ছিল। জিএসটির প্রভাব প্রাথমিকভাবে ২০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং পরে পণ্যগুলির জন্য ৪০ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছিল।

জিএসটি একটি কম্পোজিশন স্কিম প্রবর্তন করেছে যা ছোট ব্যবসাগুলিকে তাদের টার্নওভারে ন্যূনতম কাগজপত্র সহ একটি নির্দিষ্ট হার দিতে দেয়।

কম্পোজিশন প্রভাব হল পণ্যের জন্য বার্ষিক ১.৫ কোটি টাকা এবং পরিষেবার জন্য ৫০ লক্ষ টাকা, ছোট ব্যবসার জন্য অনুবর্তিতা সহজ করে।

জিএসটি ট্রেড রিসিভেবলস ই-ডিসকাউন্টিং সিস্টেম (ট্রেড্রঞ্ছ) এর মাধ্যমে দ্রুত বিল ছাড় এবং এমএসএমই-দেরকে ঋণ দেওয়ার নতুন পথ খুলে দিয়েছে। এই সিস্টেম উদ্যোক্তাদের চিহ্নিত কর্পোরেট এবং কেন্দ্রীয় বানিজ্যিক উদ্যোগ থেকে আসন্ন প্রাপ্তির উপর ভিত্তি করে ক্রেডিট অ্যাক্সেস করার সুবিধা দেয়ঊ ইতিমধ্যে, এই ধরনের প্রায় ৫০০ টি কোম্পানি এবং ১৭০ টি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত্ব উদ্যোগ নিবন্ধিত হয়েছে, যা হাজার হাজার ক্ষুদ্র ও লঘু উদ্যোগকে -কে উপকৃত করছে।

ভোক্তাদের জন্য জিএসটি সুবিধা:

জিএসটি একটি জনস্বার্থী সংস্কার। সুতরাং, ভোক্তা এই সংস্কারের কেন্দ্রে রয়েছে।

জিএসটি-তে গড় করের হার কমেছে। জিএসটি চালু করার সময় করের ভিত্তি প্রসারিত এবং সম্মতি উন্নত হওয়ায় এটি সম্ভব হয়েছে। করদাতার সংখ্যা আগের ৬০ লাখ থেকে দ্বিগুণ হয়ে প্রায় ১.২ কোটি হয়েছে। সরকার নিত্যপ্রয়োজনীয় ও নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের ওপর করের হার ক্রমান্বয়ে কমিয়েছে। অর্থ মন্ত্রকের একটি সমীক্ষায় পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে জিএসটি-র পরে গ্রাহকরা তাদের পরিবারের মাসিক খরচের অন্তত চার শতাংশ সাশ্রয় করেছেন। এইভাবে, ভোক্তারা এখন ভোজ্যতেল, চিনি, মিষ্টির মতো দৈনন্দিন ভোগ্যপণ্যের জন্য কম খরচ করে।

লজিস্টিক সেক্টরের সুবিধা

জিএসটি হাইওয়ে টোল প্লাজাগুলিতে ট্রাক এবং পণ্য বহনকারীদের দীর্ঘ সারি শেষ করেছে, যা রাজ্য জুড়ে পণ্যের অবাধ চলাচলের সুবিধা দিয়েছে। দুর্নীতি-প্রবণ চেকপয়েন্ট (নাকা) যা পণ্য চলাচলকে সীমিত এবং ধীর করে দিয়েছিল তা অদৃশ্য হয়ে গেছে। দেখা গেছে, যে জিএসটি বাস্তবায়নের পরে পরিবহন সময় ৩তু এরও বেশি উন্নতি হয়েছে। পেট্রোল এবং ডিজেলে উল্লেখযোগ্য সঞ্চয় করা হয়েছে, রাস্তাগুলি যানজটমুক্ত করা হয়েছে। জিএসটি-এর আগে, কোম্পানিগুলি বিভিন্ন কর স্তরের কারণে প্রতিটি রাজ্যে গুদামগুলি বজায় রাখত। ওষ্ট এই প্রয়োজনীয়তা দূর করে, একটি ক্ষীণ এবং স্মার্ট লজিস্টিক চেইন তৈরি করে।জিএসটি উচ্চ-টনের ট্রাকের চাহিদা বাড়াবে, লজিস্টিক দক্ষতা আরও উন্নত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

একটি দক্ষ লজিস্টিক সেক্টর দূষণ কমায় এবং কর্মসংস্থান বাড়ায়। জিএসটি-এর অধীনে চালু করা ই-ওয়ে বিল সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবহণের বিবরণ তৈরী করে, এমনকি মোবাইলের মাধ্যমেও তথ্য সরবরাহ করে।

জিএসটি-এর সাফল্য:

ভারতে পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) এর বাস্তবায়নের পর থেকে রাজস্ব সংগ্রহে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এবং কার্যকারিতা প্রদর্শন করেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে, মোট সংগ্রহ ছিল ১১.৩৭ লক্ষ কোটি, গড় মাসিক সংগ্রহ ০.৯৫ লক্ষ কোটি। এই পরিসংখ্যানটি পরবর্তী বছরগুলিতে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, ২০২১-২২ সালে সংগ্রহ ১৪.৮৩ লক্ষ কোটিতে পৌঁছেছে এবং গড় মাসিক সংগ্রহ ১.২৪ লক্ষ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ সালে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত ছিল, মোট সংগ্রহ ১৮.০৮ লক্ষ কোটি এবং মাসিক গড় ১.৫১ লক্ষ কোটি। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে, জিএসটি সংগ্রহ আরও ২০.১৮ লক্ষ কোটিতে উন্নীত হয়েছে, যার একটি চিত্তাকর্ষক গড় মাসিক সংগ্রহ ১.৬৮ লক্ষ কোটি টাকা। এই সাফল্য জিএসটি ব্যবস্থার অধীনে সফল বাস্তবায়ন এবং ক্রমবর্ধমান সম্মতি প্রতিফলিত করে, যা ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং স্থিতিশীলতায় উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখে।

উপসংহার

১লা জুলাই ২০১৭ -এ জিএসটি-এর প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের সূচনা ভারতের কর ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক চিহ্নিত করে, যা একীভূত কর ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক একীকরণের যুগের সূচনা করে। বছরের পর বছর ধরে, জিএসটি সম্মতি সহজ করেছে, কর অনুবর্তিতা হ্রাস করেছে এবং স্বচ্ছতা এনেছে। প্রগতিশীল সংস্কার এবং ক্রমবর্ধমান সম্মতির সাথে, জিএসটি সারা দেশে অর্থনৈতিক দক্ষতা, ভোক্তাদের সুবিধা এবং সেক্টরাল বৃদ্ধিকে চালিত করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। যেহেতু আমরা প্রতি বছর ১ জুলাই জিএসটি দিবস উদযাপন করি, আমরা একটি শক্তিশালী এবং ন্যায়সঙ্গত কর ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য আমাদের উৎসর্গকে পুনরায় নিশ্চিত করি যা বৈশ্বিক মঞ্চে একটি প্রাণবন্ত এবং প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির জন্য ভারতের আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করে।

মুদ্রাস্ফীতি শোষণের কার্যকর হাতিয়ার

প্রকাশ্যে স্বীকার করা হোক বা না হোক, পুঁজিবাদী সামষ্টিক অর্থনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য, কীভাবে, কোন ফিকিরে আপনার-আমার পকেটের টাকা ওরা এগারো জনের পকেটে নেওয়া যায়। অর্থনীতিবিদদের সাফাই হচ্ছে, এভাবে তাদের পকেটে মূলধন গঠিত হবে এবং ওই মূলধন পুনরায় বিনিয়োগ হলে কর্মসংস্থান বাড়বে। কর্মসংস্থান বাড়া মানে পণ্যের বিক্রি বাড়া এবং তার ফলে আখেরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। সমস্যা হচ্ছে, ওরা এগারো জনের পকেটস্থ টাকার খুব কমই বিনিয়োগ হয়, বেশিরভাগ বিদেশ পাচার হয়ে কানাডায় বেগমপাড়া, দুবাইতে মাইট্যা শেখপাড়া গড়ে ওঠে। এই অপকর্মের খুবই কার্যকর এক অপ-হাতিয়ার মুদ্রাস্ফীতি। মুদ্রাস্ফীতি সমাজের বেশিরভাগ লোকের শ্রেফ ক্ষতিই করে। সামষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুদ্রাস্ফীতির ফলে সঞ্চয় হ্রাস পায় এবং বিনিয়োগ কমে যায়। ব্যষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে বহু কষ্টে সংসার চালাতে গিয়ে মানুষ খামোকা দুশ্চিন্তায় ভোগে, সমাজে অস্থিরতা বেড়ে যায়। এর ফলে বর্তমানে ও আখেরে কী কী ক্ষতি হয় ব্যক্তি ও সমাজের তা গবেষণার বিষয়।

কিনস সাহেব নিদান দিয়েছেন, বড়সড় কোনো যুদ্ধের পর সরকারকে যেকোনো ছুঁতায়, কোনো একটা অজুহাত বের করে ব্যয় বাড়াতে হবে, সে অবকাঠামো নির্মাণই হোক, কিংবা হোক অস্ত্রনির্মাণ। ব্যয় বাড়াতে হলে টাকা ছাপতে হবে। কতটা ব্যয় বাড়াতে হবে, কত টাকার বেশি ছাপা যাবে না? এই দুই প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সরকারগুলো এই প্রশ্ন আদৌ করে কিনা সন্দেহ। ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৮ এই পাঁচ বছর যুক্তরাষ্ট্র সরকার উপরোক্ত কিনসীয় নিদান মেনে চলেনি। মার্কিন সরকার তার ব্যয় ৭৫ু কমিয়ে এনেছিল এবং দ্রব্যমূল্যের ওপর বেশিরভাগ নিয়ন্ত্রণ তুলে নিয়েছিল। এ ধরনের বাজেট-কর্তন ও সরকারি নিয়ন্ত্রণ কিনসের হিসাবমতো বিপজ্জনক হবার কথা ছিল, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এর ফলে মার্কিন অর্থনীতি সংকোচিত হওয়া দূরে থাকুক বরং ফুলেফেঁপে উঠেছিল। ১৯৪৪ সালের ব্রিটন উডস সম্মেলনে ডলারকে সারা পৃথিবীর সব রাষ্ট্রের 'সবেধন রিজার্ভমানি' ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু এতে কাজ হচ্ছিল না, বিভিন্ন দেশের মুদ্রা দিনকে দিন তার মূল্য হারাচ্ছিল। যুক্তরাষ্ট্র স্বর্ণের যে দাম নির্ধারণ করেছিল, আউন্সপ্রতি ৩৫ ডলার, বাজারে স্বর্ণের মূল্য তার চেয়ে বাড়তে শুরু করল। ডলার থেকে শুরু করে সব মুদ্রারই দাম কমছিল, বেশি মুদ্রা ছাপানোর কারণে। মার্কিন সরকার সিদ্ধান্ত নিল, রিজার্ভে জমা থাকা কিছু স্বর্ণ তারা বাজারে বিক্রি করে দেবে। সরকারের নীতিনির্ধারকেরা ভেবেছিলেন, এর ফলে বাজারে স্বর্ণের সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়ে স্বর্ণের দাম কমে আসবে।

তাই করা হয়েছিল এবং কয়েক মাস পর্যন্ত স্বর্ণের দাম নিম্নমুখী ছিল বটে। ডলার শুধু নয়, ফ্রাঁ, মার্ক, ইয়েন সব মুদ্রারই দাম কিন্তু কমছিল। সুতরাং ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান ইত্যাদি দেশও চাইল, তাদের রিজার্ভ স্বর্ণ বাজারে ছেড়ে দিতে। কিন্তু তাদের স্বর্ণ তো জমা রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের ভল্টে। একাধিক দেশ ওই স্বর্ণ ফেরত চাইল। ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি শার্ল দ্য গল ১৯৬৮ সালে ফ্রান্সের গচ্ছিত স্বর্ণ ফেরত নিয়ে আসতে একটি যুদ্ধজাহাজ পাঠালেন নিউ ইয়র্কে। ফ্রান্সের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জার্মানিও তার স্বর্ণ ফেরত পেতে চাইল।

এর ফলে প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে স্বর্ণের রিজার্ভ কমে আসছিল এবং দ্বিতীয়ত, বাজারে স্বর্ণ বিক্রি করেও স্বর্ণের দাম কমানো যাচ্ছিল না। ১ আউন্স স্বর্ণের দাম ৩৫ ডলারের বেশি হওয়া মানেই ডলারের দাম কম--- এ তথ্যে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ ছিল না। যাদের কাছে ডলার, ফ্রাঁ বা মার্ক ছিল, তারা কাগজের ডলারের ওপর বিশ্বাস রাখতে না পেরে স্বর্ণ কেনার দিকে ঝুঁকছিল। এর ফলে স্বর্ণের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়াতে স্বর্ণের দামও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাধ্য হয়ে ডলারের দাম কমাতে হয়েছিল।

বর্তমানেও স্বর্ণের দাম ঊর্ধ্বমুখী। এবারও কি মার্কিন সরকার ডলারের দরপতন ঘটাবে?

এটা অনেকটা, 'খারাপ মুদ্রা ভালো মুদ্রাকে বাজার থেকে বিতাড়িত করে'— অর্থনীতির যুগান্তরের সেই বিখ্যাত সূত্র। খ্রিস্টপূর্ব যুগ থেকে এই স্বতঃসিদ্ধের কথা আমরা জানি, কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) এই প্রবণতার কথা বলেছিলেন, নিকট অতীতে বলেছিলেন থমাস গ্রেশাম (১৫১৯-১৫৭৯), অর্থনীতির পাঠ্যপুস্তকে যা 'গ্রেশামের সূত্র' নামে পরিচিতি পেয়েছে। এটি মূলত মানুষের একটি সাধারণ প্রবণতার প্রতিফলন। আপনি যদি নিশ্চিত জানেন যে কোনো মুদ্রা আসলেই খারাপ, অর্থাৎ মুদ্রাটি দ্রুত তার ক্রয়ক্ষমতা হারাচ্ছে কিংবা ধরা যাক, অনতিবিলম্বে এই মুদ্রা তার সব মূল্য হারাবে, তখন সেই মুদ্রা দিয়ে আপনি যা সামনে পাবেন, তাই কিনবেন, ডলার, স্বর্ণ ইত্যাদি পেলে তো ভালোই, না পেলে আপনি জমি কিনবেন, জমি না পেলে নারকেল কিংবা মিষ্টি কুমড়া হলেও কিনবেন, যতক্ষণ সুযোগ থাকবে।

'সকলি গরল ভেল!' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধৈর্যের বাঁধ একদিন ভেঙে গেল। ১৯৭১ সালের ১৫ অগাস্ট, প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন স্বর্ণমানের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। এই তারিখ থেকে স্বর্ণ এবং ডলারের মধ্যে পরস্পর নির্ভরতার সর্বশেষ সূত্রটিও ছিন্ন হয়ে গেল। তখন থেকে, পণ্য ও পুঁজির বাণিজ্যিক ভারসাম্যের ওপর ভিত্তি করে আইএমএফ ডলারের সঙ্গে দেশীয় মুদ্রা এবং দেশীয় মুদ্রাগুলোর পরস্পরের মধ্যে বিনিময় হার নির্ধারণ করে আসছে।

ফিয়াট মানির সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছে মার্কিন রাজনীতিতে এবং বিশ্বের রাজনীতিতেও। গৃহায়ন, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কী পরিকল্পনা নিয়ে আসছেন, তার ওপর এক সময় নির্বাচনে হার-জিত নির্ভর করত। ১৯৭১ সালের মধ্য অগাস্টের পর থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্টরা, সে ডেমোক্র্যাট হোক বা রিপাবলিকান, ফিয়াট মানির ব্ল্যাংক চেক পেয়ে গেছেন। তখন থেকে অর্থনীতির অমোঘ সব নিয়ম মানার কোনো দায় তাদের আর নেই। বাংলাদেশেও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কোনো ইতরবিশেষ থাকে বলে মনে হয় না। ১৯৭১ সাল থেকে প্রত্যেক মার্কিন প্রেসিডেন্টের আমলে সরকারি ব্যয় বছর বছর মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়ে আসছে। এই ব্যয় বৃদ্ধি সামাল দিতে ছাপানো হয়েছে যাচ্ছেতাই পরিমাণ ডলার এবং একই সঙ্গে কমেছে ডলারের দাম। মার্কিন প্রেসিডেন্টদের মধ্যে যত মতপার্থক্যই থাক, দুটি ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতের পাক্কা মিল রয়েছে: ১. ডলারের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে এবং ২. ডলারের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস হলে সমস্যা নেই। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নাকি ১৮ ট্রিলিয়ন ডলার ছাপিয়েছিল।

যেহেতু স্বর্ণ রিজার্ভ রাখার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইচ্ছামতো ডলার ছাপাতে পারে এই আশায় যে ডলার যেহেতু বাকি পৃথিবীর রিজার্ভ মানি, সেখানকার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কোনো না কোনোভাবে ডলারের মূল্যহ্রাস তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাস্ফীতিকে সামাল দেবে, ঈশ্বরের ইচ্ছায়, কারণ ডলারের ওপরে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা রয়েছে: 'ইন গড উই ট্রাস্ট!'

প্রকৃতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাস্ফীতিকে সামাল দিচ্ছে কোনো ঈশ্বর নয়, তৃতীয় ও অনুন্নত বিশ্বের কোটি কোটি জনগণ। এর কারণ, তারাই সবচেয়ে গরিব। যারা যত বেশি গরিব, তারা পিরামিডের তত বেশি নিচে এবং স্বাভাবিকভাবে তাদেরওপরেই সব চাপ গিয়ে পড়ছে। তৃতীয় বিশ্ব দিনকে দিন গরিব হচ্ছে, কারণ তারা নিজেদের শ্রম চুরি হতে দিয়ে ডলারের মূল্য সমুন্নত রেখেছে।

এটা ঠিক যে উন্নত দেশগুলো তাদের প্রয়োজনের তুলনায় কম মুদ্রা বাজারে ছাড়ে। উন্নত দেশের মুদ্রার বাৎসরিক স্টক টু ফ্লো গড়ে ৫ শতাংশ , সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ ভাগ। কোনো কোনো অনুন্নত/উন্নয়নশীল দেশের বাৎসরিক গড় স্টক টু ফ্লো অনেক ক্ষেত্রে দশকের ঘর পার হয়ে শতকের ঘরেও চলে যায়, যদিও তাদের অর্থনীতি উন্নত দেশের তুলনায় নিঃসন্দেহে সংকুচিত। অনুন্নত দেশের মুদ্রার দাম উন্নত দেশের তুলনায় কম হবার এটা একটা বড় কারণ।

মুদ্রাস্ফীতি অনুন্নত কিংবা উন্নয়নশীল দেশের দুরারোগ্য রোগ বটে, কিন্তু আগে পরে এই রোগ থেকে উন্নত দেশও পুরোপুরি মুক্ত নয়। মুদ্রার পরিমাণ বছরে ৫ শতাংশ বৃদ্ধি হওয়া খুব বেশি মনে না হতে পারে, কিন্তু মুদ্রার পরিমাণ যদি এই হারেও বাড়তে থাকে, মাত্র কুড়ি বছরে কোনো দেশের মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণ হওয়ার কথা, যার মানে হচ্ছে, একই সময়ে ওই দেশের টাকার দামও অর্ধেক হয়ে যাবে। ঠিক এভাবেই স্বর্ণের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রৌপ্যমুদ্রা একদিন তার মুদ্রাত্ব হারিয়েছিল এবং এই মূল্যহীন রোপ্যমুদ্রাকে দীর্ঘকাল মুদ্রা হিসেবে বহাল রেখে চীন ও হিন্দুস্থানকে জ্ঞাতসারে শোষণ করেছিল ব্রিটিশরাজ।

স্বর্ণমুদ্রামানের যুগে মুদ্রাস্ফীতির সমস্যার কথা কখনও শোনা যায়নি। চীনেও মুদ্রাস্ফীতি হয়েছিল, কাগজের মুদ্রার কারণে। আমাদের যুগে মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা গুরুতর শুরু হয়েছে ঠিক তখন থেকে যখন থেকে ফিয়াট মানির যুগ শুরু হয়েছে। পাথর, পুঁতি, লবণ, ঝিনুক ইত্যাদি যখন মুদ্রা ছিল, তখনও মানুষ শোষিত হতো, কিন্তু ওই শোষণ অনুভূত হতে কিছুটা হলেও সময়ের প্রয়োজন হতো। রাই পাথর বা ঝিনুক তার মূল্য হারাতে কয়েক বছর বা কয়েক দশক সময় লেগেছিল, কারণ রাই পাথর বা ঝিনুক সংগ্রহ করা কমবেশি কষ্টকর ছিল। কাগজের ফিয়াট মানি ছাপানো এবং নকল করা এতই সহজ যে রাতারাতি এই মুদ্রা মূল্যহীন হয়ে যেতে পারে।

করোনাভাইরাস বা প্লেগের চেয়ে ভয়ঙ্করতর মহামারী এই মুদ্রাস্ফীতি, যার কারণে একটি জনপদের শত শত, এমনকি হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে তোলা সম্পদ ও সঞ্চয় ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এই রোগের প্রাথমিক স্তরে মানুষ তার বিলাসদ্রব্যগুলো হারিয়ে ফেলে, তারপর এক সময় জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য বস্তুগুলো সংগ্রহ করাও তাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠতে থাকে। সম্পদ স্থানান্তরিত/ধ্বংস হওয়ার পর সংস্কৃতি ধ্বংস হতে দেরি হয় না। সম্পদ ও সংস্কৃতি-ধ্বংস সমান্তরালও হতে পারে। অভাব যখন দরজা দিয়ে ঢোকে, সংস্কৃতি তখন জানালা দিয়ে পালাতে পারে।

এমত পরিস্থিতিতে, নিজের মনে পুষে রাখা রাগ ঝাড়ার জন্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা একটি বলির পাঁঠা খুঁজতে থাকে। ১৯২০-এর দশকে জার্মানির ভাইমার গণপ্রজাতন্ত্রে ইহুদিরা, বাংলাদেশে নির্যাতিত হিন্দুরা কিংবা ভারতে মুসলমানেরা এই ধরনের বলির পাঁঠা বৈ নয়। ফ্রান্সে যখনই মুদ্রাস্ফীতি সহ্যের বাইরে চলে যায়, তখন মুসলমান/আরব/অভিবাসী-বিদ্বেষ বাড়তে থাকে। বাংলাদেশে হিন্দু কিংবা ভারত-বিদ্বেষ এবং ভারতে মুসলিম বিদ্বেষের সঙ্গে এই দুই দেশের মুদ্রাস্ফীতির সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নয়। মুদ্রাস্ফীতি যখন অসহনীয় পর্যায়ে চলে যায়, সমাজও তখন বর্বরতার চরমে পৌঁছে যায়। 'আমার এ চোখ পাথর তো নয়, তবু কেন ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়!' সুবীর নন্দীর গাওয়া গান। বাংলাদেশে বাৎসরিক মুদ্রাস্ফীতির হার যদি হয় সরকারি হিসেব ৬ু, তবে বাস্তবে সেটা ১০ু-এর কাছাকাছি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। সেক্ষেত্রে, বছরের প্রথমে সঞ্চয়পত্রে জমা রাখা ১ লক্ষ টাকা বছরের শেষে হয়ে যাবে ৯০,০০০ টাকা। দ্বিতীয় বছরের শেষে ৮১, ০০০, তৃতীয় বছরের শেষে ৭১, ০০০০, চতুর্থ বছরের শেষে ৬১, ০০০ এবং পঞ্চম বছরের শেষে ৫১, ০০০ টাকায় দাঁড়াবে। না, না, ভয় পাবেন না, কাগজে কলমে ৫ম বছরের শেষে মূল ১,০০,০০০, ৫০, ০০০ (সুদ) = ১,৫০,০০০ টাকার মতো আপনার পাওনা হবে আয়কর কাটার আগে। কিন্তু টাকার ক্রয়ক্ষমতার বিচারে আপনি প্রকৃতপক্ষে পাবেন ৫১,০০০ (আসল) (ধরা যাক) ২৯,০০০ (সুদ/লাভ) = ৮০,০০০ টাকা বা তারও কম। শুভমিতার গাওয়া একটা গান আছে: 'যে ভাবেই তুমি সকাল দেখো, সূর্য কিন্তু একটাই।' যে নামেই ডাকো, 'লাভ' কিংবা 'সুদ' এর কোনোটাই আপনি আসলে পাচ্ছেন না। সুদ খাওয়া পাপ মনে করে সঞ্চয়পত্র না কিনে টাকা ব্যাংকে ফেলে রাখছেন যারা, ধরা যাক ৫ বছর ধরে এক লাখ টাকা ব্যাংকে ফেলে রাখলেন, পঞ্চম বছরের শেষে দেখবেন ওই এক লাখ টাকা ক্রয়ক্ষমতার দিক থেকে ৫১ হাজারের সমান হয়ে গেছে। ইসলামী বা বাণিজ্যিক যেকোনো ব্যাংক ব্যবস্থাতেই জমা রাখেন না কেন, আপনি টাকা হারাচ্ছেন। বাণিজ্যিক ব্যাংকে সুদ নিলেও আপনার কোনো গুনাহ হবার কথা নয়, কারণ সুদ খাবেন কী, আসলই তো আপনার মুখ থেকে ফসকে যাচ্ছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার বটতলা বাজারে মত্য ব্যবসায়ীরা বিধায়ক দীপক মজুমদারকে সংবর্ধনা জানিয়েছেন। নিজস্ব ছবি।

বিকশিত ভারত গড়তে উন্নত মানসিকতা প্রয়োজন : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই (হি.স.): বিকশিত ভারত গড়তে উন্নত মানসিকতা প্রয়োজন। জোর দিয়ে বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। একইসঙ্গে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, এই উন্নত প্রযুক্তির যুগে মানুষ যখন যথাসময়ে দেশ ও বিশ্বের তথ্য পাচ্ছে, তখন আধিকারিকদের চ্যালেঞ্জ আরও বেড়েছে।

সোমবার ২০২২ ব্যাচের আইএএস অফিসারদের একটি দল, বর্তমানে যাঁরা বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও দফতরে সহকারী সচিব হিসেবে কর্মরত তাঁরা রাষ্ট্রপতি ভবনের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন। আইএএস অফিসারদের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, ভারতীয় প্রশাসনিক পরিষেবা আমাদের দেশে একটি স্বপ্নের পেশা হিসাবে বিবেচিত হয়।

তিনি বলেছেন, লক্ষ লক্ষ উচ্চাভিলাষীর স্বপ্ন আইএএস অফিসার হওয়ার। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই সেবায় নির্বাচনের জন্য খুব পরিশ্রম করেন।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, বড় লক্ষ্য অর্জনের জন্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সুস্থায়ী উন্নয়ন এবং প্রতিটি বিভাগের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য, প্রশাসনের কর্মসংস্কৃতি জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। রাষ্ট্রপতি বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে কর্মকর্তাদের শুধু প্রশাসক নয়, ব্যবস্থাপকের ভূমিকাও পালন করতে হবে। তাঁদের সাফল্য নির্ভর করবে কিভাবে তারা সবাইকে একত্রিত করে জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছ এবং কার্যকর প্রশাসন প্রদান করতে পারবে। রাষ্ট্রপতি বলেন, একজন প্রশাসকের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জনগণের আস্থা অর্জন করা এবং তা বজায় রাখা।

১৫ কেজি গাঁজা—সহ দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করল আরপিএফ

রাঁচি, ১ জুলাই (হি. স.) : ঝাড়খণ্ডের হাতিয়া রেলওয়ে স্টেশনের তিন নম্বর প্লাটফর্ম থেকে ১৫ কেজি গাঁজা—সহ দুই পাচারকারীকে আটক করেছে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ)। সহকারি সাব ইন্সপেক্টর রবি শেখর সোমবার বলেছেন যে আরপিএফ রাঁচি বিভাগের নিরাপত্তা কমিশনার পবন কুমার দ্বারা গঠিত টিম আরপিএফ পোস্ট হাতিয়ার সহযোগিতায় অপারেশন নারকোসের অধীনে এই পদক্ষেপ নিয়েছে। হাতিয়া রেলস্টেশনে তল্লাশিকালে দুই পাচারকারীকে ভারী ব্যাগ নিয়ে সন্দেহজনকভাবে বসে থাকতে দেখা যায়। ব্যাগ তল্লাশি করে ১৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। পাচারকারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তর প্রদেশের বারাপুর থানার বাসিন্দা শচীন কুমার এবং উত্তরপ্রদেশের ধরমপুর থানার এক নাবালক। জিজ্ঞাসাবাদে দুজনেই জানায়, তাদের কাছে একটি ব্যাগে গাঁজা ছিল। এর বাজারমূল্য ৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

সহকারি সাব-ইন্সপেক্টর রবি শেখর জানান, জিজ্ঞাসাবাদে পাচারকারীরা জানায় যে তারা গাঁজাটি ওড়িশার সম্বলপুর থেকে হাতিয়ায় নিয়ে গিয়েছিল। ব্যক্তিগত লাভের জন্য গাঁজা উত্তরপ্রদেশে বেশি দামে বিক্রি করা হয়েছিল।

ফ্রান্সে পিছিয়ে ম্যাক্রোঁর দল, নির্বাচনে এগিয়ে কট্টর ডানপন্থীরা

প্যারিস, ১ জুলাই (হি. স.) : রবিবার ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রথম দফার সংসদীয় নির্বাচন। এই নির্বাচনের পর বুথফেরত সমীক্ষায় এগিয়ে রয়েছে মারিন লি পেনের ন্যাশনাল র‍্যালি পার্টি। সমীক্ষায় হতাশাজনক ফল ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর মধ্যপন্থী এনসেম্বল অ্যালায়েন্স—এর। তবে আগামী ৭ জুলাই রয়েছে দ্বিতীয় দফার নির্বাচন। সেদিনই প্রকাশ্যে আসবে চূড়ান্ত ফলাফল।

গত মাসের ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নির্বাচনে খারাপ ফলাফলের পরই সংসদ ভেঙে দেন ম্যাক্রোঁ। সেসময় আগাম নির্বাচনের ঘোষণা করেছিলেন তিনি। বেশ কয়েকটি সমীক্ষায় আভাস পাওয়া গিয়েছিল যে এবারে ক্ষমতায় আসতে চলেছে লি পেনের ডানপন্থী দল। ফ্রান্সের সংসদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে ২৮৯ আসন প্রয়োজন। তবে দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে ন্যাশনাল র‍্যালি পার্টি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৬ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম প্রায় ৮৬ ডলার এবং ডব্লুটিআই ক্রুডের দাম প্রায় ৮২ ডলার প্রতি ব্যারেল। দেশের সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি সোমবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের চতুর্থ দিনে, ব্র্যান্ডেড ক্রুডের দাম ০.২৮ ডলার বা ০.৩৩ শতাংশ কমে ব্যারেল প্রতি ৮৪.৯৭ ডলারে প্রবণতা ছিল। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ০.৩২ ডলার বা ০.৪০ শতাংশ কমে ৮০.৫৮ ডলারে লেনদেন করছে।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৩.৪৪ টাকা, ডিজেল ৮৯.৯৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৩.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.৩৪ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। প্রসঙ্গত, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ভ্যাটের হারের তারতম্যের কারণে পেট্রোল এবং ডিজেলের হার আলাদা।

বিধানসভাতেই শপথ হোক, বিধানসভায় ধর্না তৃণমূল বিধায়কদের

কলকাতা, ১ জুলাই (হি. স.) : সোমবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ড বিধান চন্দ্র রায়ের জন্ম-মৃত্যুদিন উপলক্ষে নির্দিষ্ট কর্মসূচি থাকা সত্ত্বেও ধর্নায় বসেন তৃণমূল বিধায়করা। এদিনের নির্দিষ্ট কর্মসূচির আগেই বরানগরের জয়ী প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় আর ভগবানগোলার জয়ী প্রার্থী রেয়াত হোসেন সরকাররা বিধানসভায় আম্বেদকর মূর্তির নীচে এসে ধর্নায় বসে যান। স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, "গণপিটুনি নিয়ে আইন বিধানসভায় পাশ হয়েছে কিন্তু রাজ্যপাল সেই বিল সই করেননি।" দুই বিধায়কের শপথ প্রসঙ্গে স্পিকার বলেন, "রাজ্যপাল আজ আসুন দুই বিধায়কের শপথ গ্রহণ করান রাজ্যপাল অযথা জেদাজেদি করছেন শপথ নিয়ে।"

অন্যদিকে, কোচবিহারে নারী নিগ্রহের অভিযোগকে কেন্দ্র করে এদিন বিধানসভায় ধর্নায় ধর্নায় বসেন বিজেপির বিধায়কদের একাংশ। সব মিলিয়ে সোমবার বিধানসভায় কার্যত নজিরবিহীন দিন। একদিকে কোচবিহার কাণ্ডে বিজেপি বিধায়কদের ধর্না। অন্যদিকে শপথ না হওয়ায় দুই বিধায়কের ধর্না। দুই যুযুধান রাজনৈতিক দলের ধর্নায় উত্তাল বিধানসভা চত্বর।

দিল্লি নয়; নতুন ফৌজদারি আইনে প্রথম মামলা গোয়ালিয়রে, জানালেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই (হি.স.): দিল্লি নয়, নতুন ফৌজদারি আইনে প্রথম মামলা নথিভুক্ত হয়েছে মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে। সোমবার এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সোমবার জানিয়েছেন, প্রথম মামলাটি হয়েছে গোয়ালিয়রের একটি থানায়, সেটি একটি চুরির মামলা।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ স্পষ্ট করেছেন, নতুন ফৌজদারি আইনের অধীনে প্রথম মামলা গোয়ালিয়রে নথিভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, দিল্লির কমলা মার্কেট থানায় দায়ের হওয়া মামলাটি নতুন ফৌজদারি আইনের অধীনে প্রথম মামলা নয়। তিনি বলেছেন, 'প্রথম মামলা (নতুন আইনের অধীনে) গোয়ালিয়রের একটি থানায় নথিভুক্ত করা হয়েছে। এটি একটি চুরির মামলা ছিল, কারও মোটরসাইকেল চুরি হয়েছিল। মামলাটি রাত ১২.১০ মিনিটে নথিভুক্ত করা হয়েছিল।' দিল্লির মামলা প্রসঙ্গে অমিত শাহ বলেছেন, যেহেতু একজন বিক্রেতার বিরুদ্ধে মামলা (দিল্লির একটি থানায় নথিভুক্ত) সম্পর্কিত, এর আগেও একই বিধান ছিল এবং এটি নতুন বিধান নয়। পুলিশ সেই বিধান অনুযায়ী পর্যালোচনা করে এবং সেই মামলাটি খারিজ করে দিয়েছে।'

ফুঁসছে হারিকেন বেরিল, ক্যারিবিয় অঞ্চলে সতর্কতা

ব্রিজটাউন, ১ জুলাই (হি. স.): পূর্ব আটলান্টিক মহাসাগরে সৃষ্ট চলতি মৌসুমের প্রথম হারিকেন বেরিল আরও শক্তিশালী হয়ে বিপজ্জনক ঝড়ে রূপ নিচ্ছে। ভয়াবহ তাণ্ডব চালাতে পারে এই মর্মে ক্যারিবিয়ানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের বেশির ভাগ এলাকায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

জানা গেছে, এই হারিকেন ক্যারিবিয় দ্বীপে ভয়াবহ তাণ্ডব চালাতে পারে বলে সোমবার সতর্ক করে দিয়েছে ইউএস ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার (এনএইচসি)। মনে করা হচ্ছে, ঝড়টি ক্যাটাগরি-৩ বা এরও বড়মাপের হারিকেন। ঘণ্টায় এর বাতাসের গতিবেগ ১১১ মাইল (১৭৯ কিলোমিটার)। উল্লেখ্য, গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝড় আলবার্তোর পর আটলান্টিক মহাসাগরে বেরিলই চলতি মৌসুমের দ্বিতীয় ঝড়। এর আগে গত ২০ জুন উত্তর-পূর্ব মেক্সিকোতে আঘাত হানে গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝড় আলবার্তো। সেই ঝড়ের প্রবল তাণ্ডবে দেশটিতে চারজনের প্রাণহানি ঘটে। এই অঞ্চলে হারিকেন মৌসুম সাধারণত ১ জুন থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত চলে।

বিজ্ঞপ্তি

বিষয়: জাতীয় সেবা প্রকল্প পুরস্কার ২০২২-২৩

প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও কেন্দ্রীয় সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর দ্বারা NSS Programme Officer, NSS Volunteer NSS Unit (School/ College and University) ২০২০-২১, ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ সালে যারা সমাজ সেবা মূলক কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহন করেছে তাদেরকে জাতীয় সেবা প্রকল্প পুরস্কার প্রদান করা হবে। সারা দেশে ১০(দশ) জন NSS Programme Officer ও NSS Unit, ৩০ (ত্রিশ) জন NSS Volunteer এবং ২ টি বিশ্ববিদ্যালয়কে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে।

এই পুরস্কারে অংশগ্রহনে ইচ্ছুক NSS Programme Officer, NSS Volunteer এবং NSS Unit (School/ College and University) কে ত্রিপুরা রাজ্য গুচ্ছশাখা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর, শিক্ষাভবন (৫-তলা), অফিসলেন,আগরতলা যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে অথবা দপ্তরের ঢত্রত্নন্থন্ঠত্র - www.yas.tripura.gov.in দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৫ জুলাই ২০২৪ ইং।

ICA/D-412/24

(প্রবাল কান্তি দেব)
ত্রিপুরা রাজ্য NSS
আধিকারীক যুব বিষয়ক ও
ক্রীড়া দপ্তর ত্রিপুরা সরকার

No. F. 7(2)-BDO/SLC /PANCH/Tender Notice/20241-25/
Dated, 29-06-2024,
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION FOR SUPPLY OF OFFICE TABLE, OFFICE CHAIR, VISITOR CHAIR, STEEL ALMIRAHI, STEEL RACK, COMPUTER TABLE

Notice inviting on behalf of Silachari R.D.Block invites sealed quotation of rates (Office table, Office Chair, Visitor Chair, Steel Almirah,Steel Rack, Computer table) from the bonafied registered Merchants/ Co-Operative Socities / Lamps / Packs/ Bonafied Experienced and Resourceful Government Order Suppliers for supply of Office table. Office Chair, Visitor Chair, Steel Almirah, Steel Rack, Computer table under Silachari R.D. Block.

The Quotation should be dropped to the Quotation / Tender Box in the chamber of undersigned from 29/06/2024 to 19/07/2024 (Time: 10.00 AM to 3.00 PM) every day except Government Holidays.

The same will be opened on 19/07/2024 at 3.00 PM in the chamber of the undersigned if possible. For details contact the O/o the undersigned.

ICA/C/ 617/24

Block Developnleht Officer
Silachari R.D.Block

নবদ্বীপ থেকে কোচবিহারগামী বেসরকারি যাত্রীবাহী বাসে ডাকাতি, জখম এক

ঘোকসাডাঙ্গা, ১ জুলাই (হি.স.) : নবদ্বীপ থেকে কোচবিহারগামী বেসরাকারি যাত্রীবাহী বাসের চালকের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে জিনিসপত্র লুঠ করল চার-পাঁচজনের একটি দুষ্কৃতীর দল। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন একজন। এই ঘটনার পরই এলাকায় এসেছেন মাথাভাঙার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছোন কোচবিহার পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্তপ্রতিম রায়, তৃণমূলের যুব সভাপতি কমলেশ অধিকারী সহ অন্যান্যরা।

জানা গিয়েছে, রানাঘাট থেকে কোচবিহার অভিমুখে ২৫-৩০ জন যাত্রী নিয়ে একটি বেসরকারি বাস আসছিল।

সোমবার সকাল ১০টা নাগাদ পুণ্ডিবাড়ি ফালাকাটা জাতীয় সড়কের মাঝে ঘোকসাডাঙ্গা হিমঘর চৌপতি এলাকা অতিক্রম করার পর রাইস মিল সংলগ্ন এলাকায় দুঃসাহসিক ঘটনাটি ঘটে। ফিল্মি কায়দায় বাসচালক সিটল গোপের মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে ডাকাতি শুরু করে দুষ্কৃতীরা। বাসের আরেক চালক অসিত পালকে ধারাল অস্ত্রের কোপ দেয়। তারপরই বাসে থাকা চার পাঁচটি ব্যাগ নিয়ে মাত্র কয়েকটি মিনিটের মধ্যেই সেখান থেকে নেমে ছোট গাড়িতে করে পালিয়ে যায় ডাকাত দল। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন অসিত পাল। বর্তমানে তাঁকে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে বাসে উপস্থিত বাকি যাত্রীদের কোনও ক্ষতি করেনি বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর থেকে জেলাজুড়ে জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক সহ বিভিন্ন এলাকায় নাকা চেকিং শুরু করেছে পুলিশ। অন্যদিকে, ঘটনার কথা স্বীকার করলেও, গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেনি বলে দাবি কোচবিহার পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য্যের। সমস্ত ঘটনার তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

বার্বাডোজে ঘূর্ণিঝড় 'বেরিল'—এর জেরে বিপাকে টিম ইন্ডিয়া

মুম্বই, ১ জুলাই (হি. স.): বার্বাডোজে ধেয়ে আসছে ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় 'বেরিল'। এই ঘূর্ণিঝড়টিকে ক্যাটাগরি ফোরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর তাতে আটকা পড়েছেন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেটাররা। তাদেরকে দেশে ফেরাতে এখন বিসিসিআই নিচ্ছে বিকল্প ব্যবস্থা। তবে বিশিষ্ট বিকল্প ব্যবস্থা কতটুকু কার্যকর হবে তা নিয়ে চিন্তা আছে।

বিশ্বকাপের ফাইনালের রিজার্ভ ডে থাকার কারণে রবিবার ব্রিজটাউনেই থাকার কথা ছিল টিম ইন্ডিয়ার। টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী, সোমবার রোহিতদের ব্রিজটাউনে থাকার কথা ছিল। ব্রিজটাউন থেকে নিউইয়র্ক, সেখান থেকে মুম্বাই ফেরার কথা ছিল রোহিতদের। কিন্তু আপাতত সে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

বার্বাডোজের বিমানবন্দর খোলা থাকবে কি না সেদিকে তাকিয়ে ছিল বিসিসিআই। তবে শেষ খবর পাওয়া অনুযায়ী, বিমানবন্দর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বাণিজ্যিক উড়োজাহাজের বদলে চার্টার ফ্লাইটে করে বিশ্বকাপ জয়ীদের দেশে ফেরানোর কথা ভাবছিল বিসিসিআই। ব্রিজটাউন থেকে নিউইয়র্ক এবং এরপর দুবাই হয়ে দলের ভারতে পৌঁছানোর কথা ছিল। তবে এখন সরাসরি দিল্লিতে চার্টার ফ্লাইটে যাওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।'

ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দিল্লি, সতর্কতা মৌসম ভবনের

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই (হি. স.): লাগাতার ভারী বৃষ্টিতে ব্যাহত জনজীবন। গত কয়েকদিন ধরেই দিল্লি-সহ সংলগ্ন এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। ইতিমধ্যেই দিল্লিতে যা বৃষ্টি হয়েছে, তা গত কয়েক দশকের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। শহরের রাস্তাগুলি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। যান চলাচলও ব্যাহত হয়েছে।

FTTDC/PROD/ASSETN/1(147)/2020/P-I/2978
Date 27/0612024
NOTICE INVITING TENDER

Notice Inviting Restricted Sealed rate quotations are hereby invited from Authorized Dealer for Complete Supply, Installation And Commissioning Of CCTV in factory and the premises at Brahmakunda Tea Processing Factory, Simna under North Eastern Council (NEC), Shillong funded project for this Corporation.

The interested Authorized Dealer shall quote their rates in sealed envelope. The sealed tender will be received from 11.00 AM to 3.00 PM in all working days w.e.f. 28/06/2024 to 26/07/2024 in the Tender box of TTDC Ltd. and Tender will be opened on 26/07/2024 at 4.00 PM. for Terms & conditions and following specification/Details Work/Description of items/ Required quantity please visit the Tripura State Portal /Official portal of Govt. of Tripura - www.tripura.gov.in or the official Notice Board of Tripura Tea Development Corporation Ltd., Old Secretariat Complex, AK Road, Agartala- 799001.

FTTDC/PROD/ASSETN/1(147)/2020/P-I/297
Date 27/06/2029.
NOTICE INVITING TENDER

Notice Inviting Restricted Sealed rate quotations are hereby invited from Original Equipment Manufacturers (OEMs) for Complete Supply, Installation And Commissioning Of 4 Nos Excel Flow Fans For Installation In 2 Nos Additional New Withering Troughs And Monorail System at Brahmakunda Tea Processing Factory, Simna under North Eastern Council (NEC), Shillong funded project for this Corporation.

The interested OEMS shall quote their rates in sealed envelope. The sealed tender will be received from 11.00 AM to 3.00 PM in all working days w.e.f. 28/06/2024 to 26/07/2024 in the Tender box of TTDC Ltd. and Tender will be opened on 26/07/2024 at 4.00 PM. for Terms & conditions and following Specification/Details of work/Description of Machineries & Equipments/Required Quantity please visit the Tripura State Portal /Official portal of Govt. of Tripura -www.tripura.gov.in or the official Notice Board of Tripura Tea Development Corporation Ltd., Old Secretariat Complex, AK Road, Agartala- 799001.

FTTDC/PROD/ASSETN/1(147)/2020/P-I/2976
Date 27/06/2024
NOTICE INVITING TENDER

Notice Inviting Restricted Sealed rate quotations are hereby invited from Original Equipment Manufacturers (OEMs) for complete supply, installation and commissioning of pre-sorter and Hobro sorter system for the purpose of producing clean and evenly graded CTC teas as per standard grading size at Brahmakunda Tea Processing Factory, Simna under North Eastern Council (NEC), Shillong funded project for this Corporation.

The interested OEMS shall quote their rates in sealed envelope. The sealed tender will be received from 11.00 AM to 3.00 PM in all working days w.e.f. 28/06/2024 to 26/07/2024 in the Tender box of TTDC Ltd. and Tender will be opened on 26/07/2024 at 4.00 PM. for Terms & conditions and following Specification/Description of Machineries & Equipments/Details of work/Required Quantity please visit the Tripura State Portal /Official portal of Govt. of Tripura www.tripura.gov.in or the official Notice Board of Tripura Tea Development Corporation Ltd., Old Secretariat Complex, AK Road, Agartala-799001.

FTTDC/PROD/ASSETN/1(147)/2020/P-I/2945
Date 27/06/2024
NOTICE INVITING TENDER

Notice Inviting Restricted Sealed rate quotations are hereby invited from Original Equipment Manufacturers (OEMs) for complete supply, installation and commissioning of Micromisting system for optimum humidification in processing room (CTC/CFM) of Brahmakunda Tea Processing Factory, Simna under North East Council (NEC), Shillong funded project for this Corporation.

The interested OEMS shall quote their rates in sealed envelope. The sealed tender will be received from 11.00 AM to 3.00 PM in all working days w.e.f. 28/06/2024 to 26/07/2024 in the Tender box of TTDC Ltd. and Tender will be opened on 26/07/2024 at 4.00 PM. for Terms & conditions and following specification/ Description of Machineries & Equipments/Details of work/Required quantity please visit the Tripura State Portal /Official portal of Govt. of Tripura www.tripura.gov.in or the official Notice Board of Tripura Tea Development Corporation Ltd., Old Secretariat Complex, AK Road, Agartala-799001.

ICA/C/621/24

Managing Director
TTDC Ltd.

Dated, Agartala, the July,2024
TENDER NOTICE

On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned invites sealed quotation from the resourceful and bonafide vehicle owners/farms for hiring of 1(one) No. (M&M Scorpio) model, white colour, manufacturing year not before the Calendar Year 2022 having commercial registration number for official use for 24 (twenty-four) hours. The details terms & conditions are available in the Rural Development Department. The bidder should collect the terms and conditions etc. from this Department before submission of the bid /tender. The quotation should reach to the undersigned on or before 04/07/2024 at 05.30 P.M. during the office hours positively & the tender will open on 05/07/2024 at 3.00 P.M in the office chamber of the Section Officer(DDO/HOO), Rural Development Department Secretariat, Agartala.

ICA/C/622/24

(Abhijit Barari)
Section Officer (DDO/HOO) Rural Development Department
Government of Tripura

PNIe-T NO:- 07/EE-1/ 2024-25,
Dated 28/06/2024

The Executive Engineer, Division No-I, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 12-07-2024 for 07 (Seven) Nos. hiring of Vehicle along with Driver and Fuel. For details visit The Executive Engineer, Division No-1, PWD(R&B), Agartala or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C/599/24

EXECUTIVE ENGINEER' AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R & B), AGARTALA, WEST TRIPURA

No- F. 50(5)-CAT/ICAR-IIMR(Millets)/ (TENDER)/ 2024-25/37-38 Dated 2916/24
NOTICE INVITING TENDERS

College of Agriculture, Tripura invites offline tenders for Visi Cooler for the "AICRP on Pearl Millet" Project Funded by ICAR-IIMR on "Extension Area under Millets in Tripura through Evaluation of production Technology, It's Processing &Value Addition," at Lembucherra, West Tripura. The bid document is available in the webpage of College of Agriculture, Tripura, http://coatripura.ac.in/ and at the office of the College of Agriculture, Tripura. Last Date and time of submission of the tender is 7th day from the date of publication of this NIT in local daily upto 1500 hrs IST (Indian Standard Time) at College of Agriculture, Tripura only.

ICA/C/614/24

Sd/-
(Prof. Debashish Sen)
Principal
College of Agriculture, Tripura
Lembucherra, West Tripura

NIT NO: e-PNIT-06/EE/ RDD/STC/2024-2025
Dated:- 29/06/2024

The Executive Engineer, R. D Satchand Division, Sabroom, South Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 11:00 AM. of 13/07/2024 for 01 (One) construction work. For details visit website- https: tripuratenders.gov.in and contact at M-8414936533. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C/618/24

Executive Engineer
RD Satchand Division
Sabroom, South Tripura

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

মাইক্রোওয়েভে রান্না খেয়ে হতে পারে ক্যান্সার

রান্নাঘরে আধুনিকতার ছোঁয়া হলো মাইক্রোওয়েভ। এই ওভেন না থাকলে অনেক গৃহিণীর মনই ভরে না। একদিকে বাইরে থেকে আনা খাবার গরম করা, অন্যদিকে অল্প তেলে অথবা তেল ছাড়া রান্নার জন্য অনেকেই মাইক্রোওয়েভ ওভেনের দ্বারস্থ হন। কিন্তু জানেন কি, নিয়মিত মাইক্রোওয়েভে রান্না খাবার খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর? স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেন, আধুনিক জীবনে মাইক্রোওয়েভ অন্যতম নির্ভরতা হলেও এর ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ টানা উচিত। এই যন্ত্রে মাছ, মাংস, ডাল, যাই রান্না করা হোক না কেন, ডি-নেচারড হয়ে যায়। খাবারের কোন কোন খাদ্যগুণ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। আবার একনাগাড়ে মাইক্রোওয়েভে রান্না খাবার খেলে ক্যান্সারসহ নানা শারীরিক সমস্যা ডেকে আনে।

পুষ্টিবিদদের মতে, মাইক্রোওয়েভে রান্না করাই হোক বা খাবার গরম করাই হোক- এই যন্ত্রে ব্যবহার করা হয় রেডিয়েশন। এটি আমাদের শরীরসহ পরিবেশেরও নানা ক্ষতি করে। অনেক সময় আমরা রেস্তোরাঁর খাবার এনে মাইক্রোওয়েভে গরম করে খাই। ডিপ ফ্রাই করা খাবার রেডিয়েশন দিয়ে গরম করলে ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড আরও ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। এই নিয়ে রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময়ে সুদীর্ঘ সমীক্ষা ও গবেষণা করেছেন। রাশিয়ার বেশ কিছু জনগোষ্ঠী একটা সময়ে যাবতীয় রান্নাবান্না করত মাইক্রোওয়েভের সাহায্যে। তখন অনেকেরই রক্তচাপ ও হৃদস্পন্দন কমে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার সঙ্গে ছিল প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা, চোখে ব্যথা, অনিদ্রা, সারাদিন ধরে ঘুম ঘুম ভাব।

এখানেই শেষ নয়, একই সঙ্গে পেটে ব্যথা, টেনশন, অ্যাংজাইটি, মনঃসংযোগের অভাব, হজমের গোলমালসহ নানা শারীরিক সমস্যা শুরু হয়। একই সঙ্গে এত মানুষের অসুস্থতার খবরে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন দেশটির শাসকদল। দ্রুত এক হাজার গবেষক শুরু করেন সমীক্ষা। তখনই ধরা পড়ে আসল সত্যিটা। তখন এই রোগের নাম দেওয়া হয় ''মাইক্রোওয়েভ সিকনেস''। এবার জেনে নিন মাইক্রোওয়েভ ব্যবহারের ফলে স্বাস্থ্যের কি কি ক্ষতি হতে পারে-

* মাইক্রোওয়েভে দুধ ফোটাবেন না। কারণ এতে দুধের মধ্যে থাকা কিছু প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি দুধে থাকা উপকারি অ্যামিনো অ্যাসিড পরিবর্তিত হয়ে বিষাক্ত রাসায়নিকে রূপ নেয়। যা ক্যান্সার ডেকে আনে।

* মাইক্রোওয়েভে চিকেন বা মাটন রান্না সহজ ও সময় কম লাগার ফলে অনেকে মাইক্রোওয়েভ কুকিং পছন্দ করেন। কিন্তু মাংসে থাকা বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড ওভেনের পাল্লায় পড়ে ডি-নাইট্রোসোডিএস্থানল অ্যামিনস নামে বিষাক্ত যৌগ উতাদন করে, যা ক্যান্সারের শঙ্কা বাড়িয়ে তোলে।

* ডিপ ফ্রিজে রাখা রান্না করা সবজি এই ম্যাজিক মেশিনে গরম করলে উপকারী প্ল্যান্ট অ্যালকালয়েড বিষাক্ত পদার্থে পরিণত হয়। এটিও আমাদের শরীরে বিভিন্ন রোগ ডেকে আনে। * বিট, গাজর, মুলার মত রুট ভেজিটেবলস মাইক্রোওয়েভে গরম করলে এর পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়, তেমনি ফ্রি র‌্যাডিক্যাল উতন্ন হয় যা আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

* খাবারে থাকা ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, ভিটামিন সি, ভিটামিন ই-সহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় খনিজ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট মাইক্রোওয়েভের ফলে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়।

* নিয়মিত মাইক্রোওয়েভের রান্না খেয়ে অ্যাপেন্ডিসাইটিস, গলস্টোন, বন্ধ্যাত্ব, ছানি এবং ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজের প্রবণতা বাড়ে।

* মাইক্রো ওভেনের ফলে করোনারি আর্টারিতে (হার্টের রক্তবাহী ধমনি) চর্বির প্রলেপ পড়ার গতি বেড়ে যায় হু হু করে। ফলে হার্টের অসুখ এবং আচমকা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ে।

* হজমক্ষমতা একেবারে কমে যায়, লাগাতার বদহজম চলতেই থাকে। * নিয়মিত মাইক্রোওয়েভের রান্না খেলে লসিকাগ্রন্থির কর্মক্ষমতা কমে যায়। লসিকা আমাদের শরীরকে কয়েকটি ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে। তাই এই যন্ত্রের ব্যবহার লসিকার কার্যক্ষমতা কমিয়ে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। মাইক্রোওয়েভের খাবার খেলে অন্ত্র এবং পাকস্থলীর ক্যান্সারের প্রবণতাও বাড়ে। * লাগাতার মাইক্রোওয়েভ ব্যবহারে আমাদের মস্তিষ্কের তরঙ্গকে ওলটপালট করে দেয়। এতে নার্ভ ও মস্তিষ্কের সমস্যা দেখা দেয়। আর এর প্রভাবে মানসিক স্থিতাবস্থা নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করে। স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধি, স্থিরতা, ধৈর্য কমতে শুরু করে। শুরু হয় ডিপ্রেশন।

ফলের রাজা আম

ফলের রাজা আম। এই গরমে আম ছাড়া খাওয়া সম্পূর্ণই হয় না। যতই আপনি সুগারের রোগী হন, কোনও ভাবে এক টুকরো আমও খেয়ে ফেলেন। গরমে আমের দাম যতই হোক না কেন মানুষ অবশ্যই খাবেন। মানুষ আম থেকে নানা রকমের খাবার তৈরি করেও খান। তাছাড়া বিশেষজ্ঞদের মতে, আম খাওয়ার অনেক উপকারিতা রয়েছে।

আম অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি ফাইবার, খনিজ এবং ভিটামিন সমৃদ্ধ। তবে আম খেতে হলে কিছু বিষয় মাথায় রাখা খুবই জরুরি। কোনও খাবারই অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া উচিত নয়। পরিমাণের চেয়ে বেশি হলে তা শরীরে প্রভাব ফেলবে, সেটাই স্বাভাবিক। তাই আপনাকে অবশ্যই নির্দিষ্ট পরিমাণে আম খেতে হবে, সে আপনি সুগারের রোগী হোক না হোক। তাছাড়া অত্যধিক পরিমাণে আম খেলে এরও কিছু পার্শপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। একই ভাবে আম খাওয়া পর এমন কিছু খাবার রয়েছে যা খাওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে, এই খাবারগুলো খেলে এতে শরীরে প্রভাব পড়ে। বদহজম, গ্যাস, অম্বলের মতো নানা পেটের সমস্যাও দেখা দিতে পারে। তাই দেখে নিন, আম খাওয়ার পর কোন জিনিসগুলো একে বারেই উচিত নয়।

জল নয়- আম খাওয়ার পরপরই জল পান করা উচিত নয়। আম খাওয়ার পর জল পান করলে পেট সংক্রান্ত নানা সমস্যা হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে পেটে ব্যথা, বদহজম, পেট ফাঁপা এবং অ্যাসিডিটির মতো সমস্যা। এ থেকে বাঁচতে মনে রাখবেন আম খাওয়ার পর ৩০ মিনিট জল পান করবেন না।

দই- দই-আম কখনই নয়। আম খাওয়ার পর খেলে আপনার পেট এবং ত্বকের স্বাস্থ্যে প্রভাব পড়তে পারে। আম গরম, দই ঠান্ডা, এমন অবস্থায় উভয়ের মিশ্রণ স্বাস্থ্যের ওপর উল্টো প্রভাব ফেলে।

কোল্ড ড্রিংক- আপনি যদি সুগারের রোগী হন, তাহলে আম খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোল্ড ড্রিঙ্কস পান করবেন না। কারণ, আম ও কোল্ড ড্রিংকে চিনি খুব বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। যা মিনিটে আপনার স্বাস্থ্য নষ্ট করতে পারে।

করলা- যদিও আম খাওয়ার পরপরই করলা খুব কম মানুষ খান। কিন্তু আপনি যদি এমনটা করে থাকেন তাহলে অনেক ঝামেলায় পড়তে পারেন। আম খাওয়ার পর করলা খেলে অ্যাসিডিটি বাড়তে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে আপনার বমি, বমি বমি ভাব এবং শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যা হতে পারে। মশলা যুক্ত খাবার- আম খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুল করে কখনই মশলাদার খাবার খাবেন না। এটি পেটে উত্তাপ বাড়ায়, যা পরে আপনার মুখে ব্রণ হিসাবে দেখা যায়।

এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, কোনও ওষুধ বা চিকিৎসা সংক্রান্ত নয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

যে ১২টি কারণে প্রতিদিন ১০০ গ্রাম করে পনির খাওয়া উচিত

অনেকেই আছেন দুধ বা দই খাওয়া পছন্দ করেন না। কিন্তু শরীরকে বাঁচাতে এসব খাবার খুবই প্রয়োজন। এসব ভালো না লাগলে রোজ ডায়েটে রাখতে পারেন পনির মাখনি, মটর পনির, শাহি পনির অথবা পালক পনিরের মতো পদ। তা না হলে খুবই বিপদ। কারণ শরীরকে বাঁচাতে এমন কিছু উপাদানের প্রয়োজন পরে, যা দুধ অথবা দুগ্ধজাত খাবারেই বেশি মাত্রায় থাকে।

তাই তো দুধ-দইয়ে অরুচি থাকলে পনিরের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানো ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

একাধিক কেস স্টাডিতে দেখা গেছে ১০০ গ্রাম পনিরে রয়েছে কম করে ১৮.৩ গ্রাম প্রোটিন, ২০.৮ উপকারি ফ্যাট, ২.৬ গ্রাম মিনারেল, ১.২ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ২৬৫ কেসিএল এনার্জি, ২০৮ এমজিএস ক্যালসিয়াম, ১৩৮ এমজি ফসফরাস এবং আরও কত কী! প্রসঙ্গত, এই সবকটি উপাদানই নানাভাবে শরীরের উপকারে লেগে থাকে। বিশেষত একাধিক রোগকে দূরে রাখতে পনিরের কোনও বিকল্প হয় না বললেই চলে। পনির দিয়ে বানানো নানা পদ খাওয়া শুরু করলে সাধারণত শরীরের যে যে উপকারগুলি হয়, সেগুলি হল.

এনার্জির ঘাটতি দূর হয়: আজকাল কি কারণে-অকারণে বেজায় ক্লান্ত লাগছে? তাহলে বন্ধু রোজের ডায়েটে পনিরকে অন্তর্ভুক্ত করতে দেরি করবেন না যেন! কারণ একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে নিয়মিত পনির খাওয়া শুরু করলে শরীরে এমন কিছু উপাদানের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, যার প্রভাবে এনার্জির ঘাটতি দূর হতে সময় লাগে না। সেই সঙ্গে শরীরও চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

আর্থাইটিসের মতো রোগের কষ্ট কমে: পনিরে উপস্থিত ওমেগা থ্রী এবং ওমেগা সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিড শরীরে প্রবেশ করার পর এমন খেল দেখায় যে জয়েন্টের সচলতা বৃদ্ধি পেতে যেমন সময় লাগে না, তেমনি আর্থাইটিসের মতো রোগের প্রকোপও কমে। তাই তো বলি বন্ধু, যারা নানাবিধ হাড়ের রোগের শিকার, তারা পনিরের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাততে ভুলবেন না যেন!

হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটে: অল্পতেই যাদের গ্যাস-অম্বল হয়ে যায়, তারা নিয়মিত পনির খেলে দারুন উপকার পেতে পারেন। আসলে এই খাবারটিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস, যা হজমে সহায়ক অ্যাসিডের ক্ষরণ বাড়িয়ে দিয়ে ডাইজেশান প্রক্রিয়ার উন্নতি ঘটায়, সেই সঙ্গে কোষেদের কর্মক্ষমতা বাড়াতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে: শুনতে অবাক লাগলেও একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে পনিরে উপস্থিত পটাশিয়াম, হার্টের কর্মক্ষমতা বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সঙ্গে রক্তচাপকে স্বাভাবিক রাখতেও এই ডেয়ারি প্রডাক্টের কোনও বিকল্প হয় না বললেই চলে। তাই দীর্ঘদিন যদি হার্টকে চাঙ্গা রাখতে হয়, তাহলে নিয়মিত পনির খেতে ভুলবেন না যেন!

ফলেটের ঘাটতি মেটে: গর্ভাবস্থায় ভাবী মায়েদের শরীরের গঠনে এই উপাদানটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। শুধু তাই নয়, দেহের অন্দরে লোহিত রক্ত কণিকার ঘাটতি দূর করতেও ফলেট বিশেষ ভূমিকা নেয়। তাই তো শরীরকে সুস্থ রাখতে এই উপাদানটির কোনও সময় যাতে ঘাটতি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত। আর এই কাজে আপনাকে সাহায্য করতে পারে পনির। কীভাবে? বেশ কিছু গবেষণা অনুসারে এই দুগ্ধজাত খাবারটির শরীরে মজুত রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ফলেট, যা দেহের অন্দরে এই উপকারি উপাদানটির চাহিদা মেটাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

হাড় শক্তপোক্ত হয়: শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখা দিলে একদিকে যেমন হাড় দুর্বল হতে শুরু করে, সেই সঙ্গে কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। তাই তো প্রতিদিন এক গ্লাস করে দুধ খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিতকেরা। কারণ দুধে এই খনিজটি রয়েছে প্রচুর মাত্রায়, যা হাড়ের পুষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু সমস্যাটা হল আপনি তো দুধ খেতে পছন্দ করেন না। তাহলে করবেন কী? সেক্ষেত্রে নিয়মিত পনির খাওয়া মাস্ট! কারণ দুধের মতো অত পরিমাণে না হলেও পনিরেও রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ক্যালসিয়াম, যা শরীরে এই খনিজটির ঘাটতি মেটাতে দারুনভাবে সাহায্য করে থাকে।

মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়: পনিরে থাকা ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এবং রাইবোফ্লেবিন ব্রেন পাওয়ার বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সঙ্গে শরীরে যাতে এনার্জির ঘাটতি না হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখে। প্রসঙ্গত, রাইফ্লেবিনের পাশাপাশি পনিরে প্যানটোথেনিক অ্যাসিড, থিয়ামিন, নিয়াসিন এবং ফলেট নামেও বিশেষ কিছু উপাদানের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। এই উাপাদানগুলি হজম কক্ষমতার উন্নতি ঘটাতে, রক্তে শর্করার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে, বাজে কোলেস্টরলের পরিমাণ কমাতে এবং হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হয়: পেশীর উন্নতিতে যেমন কাজে লাগে, তেমনি শরীরের অন্দরে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ যাতে ঠিক মতো হয় সেদিকে খেয়াল রাখে প্রোটিন। তাই তো দেহে যাতে এই উপাদানটি ঘাটতি কোনও ভাবেই না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা একান্ত প্রয়োজন। আর এই কাজটিতে আপনাকে সাহায্য করতে পারে পনির। তাই যাদের মাছ-মাংস খাওয়ার সেভাবে সুযোগ নেই, তারা পনির খাওয়া শুরু করতে পারেন। দেখবেন উপকার মিলবে।

ক্যান্সারের মতো রোগকে দূরে রাখে: পনিরে উপস্থিত ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি শরীরের অন্দরে এমন খেল দেখায় যে ব্রেস্টে ক্যান্সার সেল জন্ম নেওয়ার সুযোগই পায় না। প্রসঙ্গত, হাওয়ার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথের একদল গবেষক টানা ১৬ বছর ধরে এই বিষয়ে গবেষণা চালিয়েছিলেন। পরীক্ষাটি চলাকালীন তারা লক্ষ করেছিলেন ব্রেস্ট ক্যান্সার প্রতিরোধে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আর এই দুটি উপাদান প্রচুর মাত্রায় রয়েছে পনিরে। তাই এই দুগ্ধজাত খাবারটি সপ্তাহে বার দুয়েক খেলে কী উপকার মিলতে পারে, তা নিশ্চয় আর বলে দিতে হবে না।

ওজন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে: অতিরিক্ত ওজনের কারণে কি চিন্তায় রয়েছেন? তাহলে রোজের ডায়েটে পনিরের অন্তর্ভুক্তি মাস্ট! কারণ প্রটিন সমৃদ্ধ এই খাবারটি খেলে বহুক্ষণ পেট ভরা থাকে। ফলে বারে বারে খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমে। ফে ওজন নিয়ন্ত্রণে চলে আসতে সময় লাগে না। প্রসঙ্গত, পনিরে লাইনোলেইক অ্যাসিড নামে একটি উপাদানও রয়েছে, যা শরীরের ইতি-উতি জমে থাকা মেদকে দ্রুত গলিয়ে ফেলতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। ফলে দেহের ওজন নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়া কোনও আশঙ্কাই থাকে না।

ডায়াবেটিসের মতো রোগ দূরে থাকে: পনির রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ম্যাগনেসিয়াম। এই খনিজটি শরীরের অন্দরে বিশেষ কিছু এনজাইমের ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়, যা একদিকে যেমন হাড়ের গঠনে সাহায্য করে, তেমনি ব্রেন ফাংশনে উন্নতি ঘটায় এবং রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতেও বিশেষ ভূমিকা নেয়। প্রসঙ্গত, একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে ম্যাগনেসিয়ামের কারণে শরীরে ক্ষরিত হওয়া এনাজইমগুলি রোগ প্রতিরোধ ক্ষণতার উন্নতিতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে দাঁত শক্তপোক্ত হয়ে ওঠে: যেমনটা আগেও আলোচনা করা হয়েছে যে পনিরে রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ক্যালসিয়াম, যা শরীরে প্রবেশ করার পর হাঁড়কে যেমন শক্তপোক্ত করে, তেমনি দাঁতের স্বাস্থ্যের উন্নতিতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সঙ্গে মুখ গহ্বর সংক্রান্ত একাধিক রোগকে দূরে রাখতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

মন, স্বাস্থ্য ভালো রাখতে যে সব পুষ্টিকর খাবার খাওয়া উচিত

বেঁচে থাকার তাগিদে আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন খাবার খেয়ে থাকি। এগুলোর মধ্যে এমন কিছু খাবার আছে যা আমাদের মনের উপর প্রভাব ফেলে। আর মনের উপর প্রভাব বিস্তারকারী এ খাবারগুলোই কিন্তু আমাদের সুখে থাকতেও সাহায্য করে। সম্প্রতি নতুন এক গবেষণায় এ তথ্যই প্রমাণিত হয়েছে। গবেষকরা বলেছেন, এসব খাবারে এমন কিছু পুষ্টি উপাদান রয়েছে যেগুলো আমাদের শরীর এবং মন উভয়ের জন্যই ভালো। খাবারগুলো আমাদের শরীরকে নানা ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার পাশাপাশি স্থূলতা, ডায়াবেটিস এবং হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি থেকেও রক্ষা করে। কাজেই সুস্থ থাকতে তারা কেবল একটি সুনির্দিষ্ট খাবার খাওয়ার পরিবর্তে বিভিন্ন প্রকারের মিশ্রিত খাবার খাওয়ার উপর জোর দিয়েছেন। গবেষকরা বলেছেন, খাবারগুলো শুধু আপনার মানসিক স্বাস্থ্যকে সুরক্ষা করবে না, একইসঙ্গে সুখে রাখতেও সাহায্য করবে।

মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখে যেসব খাবার-

শিমজাতীয় খাবার

ম্যাগনেশিয়াম সমৃদ্ধ এই খাবারগুলো আপনাকে সুখে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কেননা এসব খাবার ভেতর থেকে শরীরে শক্তি জোগায়। ফলে সহজেই সুখে থাকা সম্ভব হয়। অন্যদিকে এর অভাবে আপনাকে অনেক ক্লান্ত দেখায়। কাজেই মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে ডায়েটে নিয়মিত এই খাবারটি রাখুন।

শাকসবজি

যে কোন ধরনের শাকসবজিই আয়রনের চমতার উচিৎ। এটি আপনার কোষে নিরবচ্ছিন্ন অক্সিজেন সরবরাহে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, মেজাজ ভালো রাখতে ভূমিকা রাখে শাক। টমেটো এতে লাইকোপির নামে এমন এক ধরনের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে, যা ফুসফুস এবং কোষের প্রদাহ কমাতে ভূমিকা রাখে। একইসঙ্গে টমেটো মেজাজ উন্নত করে সুখে থাকতে সাহায্য করে।

ডার্ক চকলেট

মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল বাড়াতে সাহায্য করে ডার্ক চকলেট। এটি খাওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মন-মেজাজ ভালো হয়ে যায়। ফলে সুখে থাকাও সহজ হয়।

মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করা খাবারগুলোর একটি হলো এই শতমূলী। এতে ট্রিপটোফেন নামে এমন এক ধরনের উপাদান রয়েছে যা মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখে। এছাড়া শতমূলীতে উচ্চ মাত্রার ফলেট রয়েছে, যা হতাশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ফলে সুখে থাকা সম্ভব হয়।

মধু

সব ধরনের সুপার খাবারগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো মধু। অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ এই খাবারটি হতাশা কমিয়ে মস্তিষ্ককে ভালো রাখতে সাহায্য করে। কম ক্যালরি থাকায় চিনির পরিবর্তে মধু খাওয়ার বিকল্প নেই। এতে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি সুখে থাকাও সহজ হবে।

ডিম

ডিমে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, জিঙ্ক, ভিটামিন বি প্রভৃতি রয়েছে। প্রোটিন সমৃদ্ধ এই খাবারটি খেলে দীর্ঘসময় ধরে পেট ভরা থাকে। ফলে ক্ষুধাও কম লাগে। এই খাবারটিও সুখে থাকতে সাহায্য করে।

নারকেল

এই খাবারটি ট্রাইগ্লিসারাইডে পূর্ণ থাকে, যা মস্তিষ্ককে শক্তিশালী এবং স্বাস্থ্যবান করতে সাহায্য করে। পরবর্তীতে তা মেজাজের উপরও প্রভাব ফেলে সুখে থাকতে সাহায্য করে। কাজেই প্রতিদিনের ডায়েটে এই খাবারটিও রাখতে পারেন।

যেভাবে আলু খেয়েই মাত্র ৫ দিনেই ওজন কমাবেন

যাদের ওজন প্রয়োজনের তুলনায় বাড়তি, তারা ওজন কমাতে কতোই না চিন্তা করেন। ওজন কমাতে শরীরচর্চা থেকে শুরু করে চিকিতকের পরামর্শও নিয়ে থাকেন অনেকে। ওজন কমানোর যারা চিন্তা করছেন তাদের সহায়তা করতে পারবে আলু।

আপনি হয়তো শুনে অবিশ্বাস করছেন, কেননা এতদিন শুনেছেন আলু ওজন বাড়ায়, কমায় না।

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে আলু ওজন কমাতে দারুণ কাজ করে।

ইয়োরোপিয়ান ফুড ইনফরমেশন কাউন্সিল-এর গবেষকদের দাবি, সঠিক পদ্ধতিতে আলু খেলে ওজন না বেড়ে বরং কমবে। তাই বলে আলু দিয়ে তৈরি মশলাদার তরকারি খেলে ওজন কমবে না, বেড়েই যাবে।

গবেষকদের মতে, আলু সহজেই হজম হয়ে যায়। আলু ওজন কমানোর পাশাপাশি শরীরকে তরতাজা রাখতেও সাহায্য করে! এছাড়া সামান্য পরিমাণে আলু খেলেই পেট অনেকক্ষণ ভরা থাকে। তাই শরীরের বাড়তি ওজন দ্রুত কমাতে চাইলে ডায়েটে শুধু আলু রাখলেই চলবে। তবে এক্ষেত্রে কয়েকটা বিষয় মাথায় রাখা জরুরি।

১. টানা অন্তত পাঁচ দিন পেট ভরে শুধু আলু সেদ্ধ খেতে হবে। এই পাঁচ দিনে অন্য কোনও খাবার খাওয়া চলবে না।

২. আলু খাওয়ার এ পাঁচ দিন চা, কফি খেলেও তা দুধ ছাড়াই খেতে হবে।

৩. আলু খাওয়ার এই পাঁচ দিন কোনও রকম ভারী ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম করা যাবেনা।

৪. এই পাঁচ দিন নিত্য প্রয়োজনীয় ওষুধ খেতেই পারেন। তবে কোনও রকম ফুড সাপ্লিমেন্ট খাওয়া চলবে না।

৫. শুধু সেদ্ধ আলু একেবারেই খেতে না পারলে, এর সঙ্গে সামান্য লবণ মিশিয়ে নিতে পারেন। তবে অন্য কোনও মশলা বা মুখরোচক চাট মশলা যাতীয় কিছু দেয়া যাবে না।

সোমবার রাজভবনে ডক্টরস দে পালন করেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু।

স্বস্তির বৃষ্টিতে নিম্নমুখী তাপমাত্রা, দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই মনোরম আবহাওয়া

কলকাতা, ১ জুলাই (হি.স.): দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই প্রবেশ করেছে বর্ষা। স্বস্তির বৃষ্টি শুরু হয়েছে। যার জেরে কমেছে তাপমাত্রা। সোমবার সকালে শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ১.২ ডিগ্রি বেশি। রবিবার শহরের সর্বাধিক তাপমাত্রা ছিল ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি কম।

সোমবার সকাল থেকে মুখভার আকাশের, বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টিও হয়েছে। বৃষ্টি হয়েছে রবিবার রাতেও। বৃষ্টির সৌজন্যে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই মনোরম আবহাওয়া। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আপাতত বৃষ্টি চলবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই। কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এদিন শহরের সর্বাধিক তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। গত ২৪ ঘণ্টায় শহরে ০০.১ মিমি বৃষ্টি হয়েছে।

তারকেশ্বরে চোর সন্দেহে বেধড়ক মারধর, মৃত্যু যুবকের

তারকেশ্বর, ১ জুলাই (হি.স.): আবারও চোর সন্দেহে বেধড়ক মারে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম বিশ্বজিৎ মান্না (২৩), তিনি পেশায় গাড়িচালক। ঘটনাটি ঘটেছে তারকেশ্বর থানার নাইটা মাল পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রানাবাঁধ এলাকার। পরিবারের অভিযোগ, রবিবার রাতে বিশ্বজিৎকে বাড়ি থেকে চোর সন্দেহে তুলে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করে বিকাশ সামন্ত ও তার ছেলে দেবকান্ত সামন্ত।

মৃত বিশ্বজিতের মায়ের অভিযোগ, ছেলে চুরি করেনি বলে ছেড়ে দেওয়ার কাকুতি মিনতি করলে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। বেধড়ক মারের চোটে এক সময় জ্ঞান হারায় সে। অবশেষে রাত দুটো নাগাদ তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় অভিযুক্ত বিকাশ সামন্ত, দেবকান্ত সামন্তকে আটক করেছে তারকেশ্বর থানার পুলিশ।

পশ্চিমবঙ্গে আচমকাই বাড়ল পেট্রোল ও ডিজেলের দাম, মধ্যবিত্তের মাথায় হাত

কলকাতা, ১ জুলাই (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে আচমকাই দাম বাড়ল পেট্রোল ও ডিজেলের। পেট্রোলে লিটারপিছু দাম বেড়েছে ১ টাকা ১ পয়সা। ফলে কলকাতায় পেট্রোলের প্রতি লিটারের নতুন দাম হল ১০৪ টাকা ৯৫ পয়সা। ডিজেলে লিটারপিছু দাম বেড়েছে ১ টাকা। শহরে প্রতি লিটারে ডিজেলের নতুন দাম ৯১ টাকা ৭৬ পয়সা।

সংশ্লিষ্ট মহলের অনুমান, ২০২১ সালে পেট্রোল-ডিজেলে ১ টাকা করে ছাড় দেওয়ার কথা ঘোষণা করে রাজ্য সরকার। সেই ছাড় সম্ভবত তুলে নেওয়ার ফলেই লিটারে প্রায় ১ টাকা করে দাম বাড়ল পেট্রোল ও ডিজেলের। যদিও সরকারিভাবে এ নিয়ে কিছু জানানো হয়নি। যাইহোক, জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় মাথায় হাত মধ্যবিত্তের।

লোকসভায় ফের নিট ইস্যু উত্থাপন রাহুলের, বিরোধীদের কাছে বিশেষ অনুরোধ রাজনাথের

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই (হি.স.): লোকসভায় ফের নিট ইস্যু উত্থাপন করলেন নিম্নকক্ষের বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। সোমবার লোকসভার অধিবেশন শুরু হলে নিট ইস্যুতে আলোচনার দাবি জানান রাহুল গান্ধী। তিনি বলেন, 'পার্লামেন্ট থেকে দেশের কাছে একটি বার্তা পৌঁছে দেওয়া দরকার, আমরা শিক্ষার্থীদের একটি বার্তা দিতে চাই যে নিট ইস্যু সংসদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাই, এই বার্তা পৌঁছে দিতে আমরা চাই সংসদে এই বিষয়ে আলোচনা হোক।'

এদিকে, বিরোধীদের কাছে বিশেষ অনুরোধ জানালেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। রাজনাথ বলেছেন, 'সংসদ কার্যক্রম কিছু নিয়ম ও পরম্পরার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। আমি বিরোধীদের অনুরোধ করছি, যে কোনও আলোচনা রাষ্ট্রপতির অভিভাষণে ধন্যবাদ প্রস্তাবের পরেই করা উচিত।'

চোপড়ার ঘটনার সরব কঙ্গনা, তৃণমূল ও ইন্ডি জোটকে বিঁধলেন বিজেপি নেত্রী

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই (হি.স.): উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেস-সহ ইন্ডি জোটকে একহাত নিলেন বিজেপি নেত্রী তথা অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত। সোমবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কঙ্গনা রানাউত বলেছেন, 'এই ঘটনায় দেশে ক্ষোভ রয়েছে। একজন মহিলার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনা হয়েছে এবং সেখানে শরিয়া আইন কার্যকর করা হয়েছে।'

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ায় প্রকাশ্যে মারধর করা হয়েছে এক মহিলাকে। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে বিজেপি। কঙ্গনা রানাউত আরও বলেছেন, 'আমি তৃণমূল কংগ্রেস এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ইন্ডি জোটের সহযোগীদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, যারা প্রতিদিন সংবিধান নিয়ে প্রতিবাদ করছেন এবং প্রতিদিন নাটক করছেন - সংবিধানে কি লেখা আছে যে আপনি যে কোনও রাজ্যে শরিয়া আইন নির্বিচারে প্রয়োগ করতে পারেন? রাহুল গান্ধীর এ বিষয়ে উত্তর দেওয়া উচিত, কারণ তৃণমূল ইন্ডি জোটের একটি অংশ।'

রাষ্ট্রপতির অভিভাষণে কোনও দূরদৃষ্টি অথবা দিকনির্দেশনা ছিল না : মল্লিকার্জুন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই (হি.স.): রাষ্ট্রপতির অভিভাষণে কোনও দূরদৃষ্টি অথবা দিকনির্দেশনা ছিল না। সোমবার এই অভিমত পোষণ করলেন রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি বলেছেন, 'রাষ্ট্রপতি সংসদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, আমরা রাষ্ট্রপতিকে সম্মান করি। এ বছর রাষ্ট্রপতির প্রথম ভাষণ ছিল জানুয়ারিতে এবং দ্বিতীয়টি জুনে।'

এরপরই মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, 'প্রথম অভিভাষণ ছিল নির্বাচনের জন্য এবং দ্বিতীয়টি ছিল সেই অভিভাষণের অনুলিপি। তাঁর অভিভাষণে দলিত, সংখ্যালঘু এবং অনগ্রসর শ্রেণির জন্য কিছুই ছিল না। রাষ্ট্রপতির অভিভাষণে দূরদৃষ্টি অথবা দিকনির্দেশনা ছিল না। গতবারের মতো, এটি ছিল সরকারের প্রশংসার শব্দে পরিপূর্ণ।'

চিকিৎসকরা সত্যিই ঈশ্বরের পুনর্জন্ম : জে পি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই (হি.স.): চিকিৎসক দিবসে চিকিৎসকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। সোমবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা লিখেছেন, জাতীয় চিকিৎসক দিবসে সমস্ত চিকিৎসকদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। এটা বললে ভুল হবে না যে চিকিৎসকরা সত্যিই ঈশ্বরের পুনর্জন্ম।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা আরও লিখেছেন, 'অসংখ্যবার চিকিৎসকরা জীবন রক্ষাকারী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন। কোভিড মহামারীর সময় ভারতীয় ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের দক্ষতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রত্যক্ষ করেছে বিশ্ব। আমি সমস্ত চিকিৎসকদের আমার শুভেচ্ছা জানাই, যারা নিজেদের দক্ষতা এবং মানবিক চেতনা দিয়ে আমাদের অনুপ্রাণিত করে চলেছেন।'

বাংলাদেশে যাওয়া হল না, তেহট্টে বিএসএফ-এর গুলিতে মৃত্যু মহিলার

নদিয়া, ১ জুলাই (হি.স.): নদিয়া জেলার তেহট্টে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর গুলিতে মৃত্যু হল এক মহিলার। মহিলার নাম ইসেতা বেওয়া (৫৫)। তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের সালকি এলাকায়। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে তেহট্ট থানার নবীন নগরে। জানা গিয়েছে, বছর কুড়ি আগে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আসেন ওই মহিলা। এরপর তিনি বিহারে চলে যান কাজের সন্ধানে। সেখানে বিয়ে করে সংসারী হন।

কিন্তু বছর কয়েক আগে তাঁর স্বামী মারা যায়। এর মধ্যেই বাংলাদেশে ফিরবেন বলে কয়েকদিন আগে উনি বিহার থেকে নবীন নগর আসেন। রবিবার রাতে কাঁটাতার ডিঙিয়ে বাংলাদেশ যাওয়ার চেষ্টা করেন তিনি। সেই সময় অনুপ্রবেশকারী ভেবে গুলি চালান বিএসএফ জওয়ানরা। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই মহিলাকে তেহট্ট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

সিবিআই-এর গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ কেজরিওয়ালের, দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ এএপি প্রধান

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই (হি.স.): আবগারি দুর্নীতি মামলায় সিবিআই-এর গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (এএপি)-র প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সিবিআই-এর গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ করে সোমবার দিল্লি হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয়েছেন তিনি। এছাড়াও তিনি গত ২৬ জুন ট্রায়াল কোর্টের আদেশকেও চ্যালেঞ্জ করেছেন, ওই দিন তাঁকে ট্রায়াল কোর্ট ৩-দিনের জন্য সিবিআই হেফাজতে পাঠিয়েছে। কিছু দিন আগে আবগারি মামলার তদন্তে দিল্লির তিহাড় জেলে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করে সিবিআই। সেই গ্রেফতারিকেই এবার দিল্লি হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ জানালেন কেজরিওয়াল। একইসঙ্গে নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধেও দিল্লি হাইকোর্টে আর্জি জানিয়েছেন এএপি প্রধান।

সোমবার সংসদে ভারতীয় দলকে শুভেচ্ছা স্পিকার ও সাংসদদের

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই (হি. স.): শনিবার রাতে বার্বাডোজের স্টেডিয়ামে এক নতুন ইতিহাসের রচনা করে এসেছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। বিরাট, বুমরা, সূর্যের জাদুতে দীর্ঘ ১৭ বছর পর টি-২০ বিশ্বকাপে ঐতিহাসিক জয় পেয়েছে রোহিতের দল। বিশ্বসেরা ভারতীয় ক্রিকেট দলের জয়জয়কার এবার সংসদ ভবনেও। সোমবার সংসদ বসতেই লোকসভা অধিবেশনের শুরুতেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতীয় ক্রিকেট দলের এমন অভূতপূর্ব জয়কে শুভেচ্ছা জানান স্পিকার ওম বিড়লা এবং অন্যান্য সাংসদরা।

উল্লেখ্য, এর আগে ব্যক্তিগতভাবে টিম ইন্ডিয়াকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।

মথুরায় ভাঙলো জলের ট্যাঙ্ক, হত ২

মথুরা, ১ জুলাই (হি. স.): জনবসতিপূর্ণ এলাকায় ভেঙে পড়ল জলের ট্যাঙ্ক। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ২ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। ১২ জন গুরুতর আহত বলে জানা গিয়েছে। রবিবার রাতে উত্তর প্রদেশের মথুরায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। খবর পেয়েই উদ্ধারকার্যে নামে স্থানীয় প্রশাসন। রবিবার উত্তর প্রদেশ আবাস বিকাশ পরিষদের কৃষ্ণবিহার কলোনিতে এই ঘটনা ঘটে। প্রায় আড়াই লক্ষ লিটারের জলের ট্যাঙ্ক ভেঙে পড়ে। এলাকার লোকজনের অনুমান, মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে। অনেক মহিলা, শিশু ভগ্নস্তূপের নিচে চাপা পড়ে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। জানা গেছে, আহতদের জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কীভাবে এই দুর্ঘটনাটি ঘটলো তা তদন্ত করছে প্রশাসন।

দূষিত জল পান করে অসুস্থ মহারাষ্ট্রের একই গ্রামের ৯৩ জন

মুম্বই, ১ জুলাই (হি. স.) : মহারাষ্ট্রে দূষিত জল পান করে অসুস্থ ৯৩ জন। ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের মুগাঁও তান্ডা গ্রামে। নলকূপের জল পান করে অসুস্থ হয়ে পড়েন এই গ্রামের বাসিন্দারা। নানা পেটের সমস্যায় ভুগছেন তাঁরা। জানা গেছে, এই গ্রামে ১০৭টি পরিবার বাস করে। মোট জনসংখ্যা ৪৪০। দূষিত জল পান করে অসুস্থ হয়ে পড়েন তার মধ্যে ৯৩ জন।

সোমবার জেলা স্বাস্থ্য দফতরের তরফে জানা গেছে, গত কয়েকদিন যাবৎ পেটের নানা সমস্যা নিয়ে ৯৩ জন স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসতে থাকেন। সেখানেই ৫৬ জনের চিকিৎসা করা হয়। বাকি ৩৭ জনকে পাশের গ্রামের একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। এই ঘটনার পর চিকিৎসকদের একটি বিশেষ দল গ্রাম ঘুরে দেখে দূষিত পানীয় জলের নলকূপটি চিহ্নিত করে বন্ধ করে দেন।

উত্তরাখণ্ডে ভূমিধসের জেরে বন্ধ জাতীয় সড়ক

দেরাদুন, ১ জুলাই (হি. স.): প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে রবিবার থেকেই উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন এলাকায় ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। সোমবারও অব্যাহত ভূমিধসের ঘটনা। এদিন ভূমিধসের জেরে বন্ধ হয়ে যায় রুদ্রপ্রয়াগ-গৌরিকুন্ড জাতীয় সড়ক।

জানা গেছে, এদিন রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায় পাথরের চাঁই।

ভারতের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বদেশী হয়ে উঠছে : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই (হি.স.): ভারতের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ """স্বদেশী"""" হয়ে উঠছে এবং তা দেশীয় নীতির ওপর কাজ করবে। বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবারই দেশে বলবৎ হয়েছে তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন। এই তিনটি আইন প্রসঙ্গে সোমবার দুপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, ৭৫ বছর পর এই আইনগুলি নিয়ে চিন্তা করা হয়েছিল এবং যখন এই আইনগুলি আজ থেকে কার্যকর হচ্ছে, তখন ঔপনিবেশিক আইনগুলি বাতিল করা হয়েছে এবং ভারতীয় সংসদে প্রণীত আইনগুলি বাস্তবে আনা হচ্ছে। """দন্ড""""-এর পরিবর্তে এখন """ন্যায়""""। বিলম্বের পরিবর্তে দ্রুত বিচার হবে। আগে শুধু পুলিশের অধিকার সুরক্ষিত ছিল, কিন্তু এখন ভুক্তভোগী ও অভিযোগকারীর অধিকারও সুরক্ষিত হবে।"

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'নতুন দৃষ্টিকোণ নিয়ে মধ্যরাত থেকে এই তিনটি আইন কার্যকর হয়েছে। এখন ইন্ডিয়ান পেনাল কোড (আইপিসি)-এর পরিবর্তে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) থাকবে। ক্রিমিনাল প্রসিডিওর অ্যাক্ট (সিআরপিসি)-এর পরিবর্তে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা থাকবে। ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট-এর পরিবর্তে থাকবে ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম।' অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'এখন গণধর্ষণ হলে ২০ বছরের কারাদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে, নাবালিকাকে ধর্ষণ করলে মৃত্যুদণ্ড হবে, পরিচয় গোপন করে অথবা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যৌন শোষণের জন্য একটি পৃথক অপরাধ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। বিবৃতি রেকর্ড করার বিধান করা হয়েছে। পাশাপাশি অনলাইন এফআইআর-এর সুবিধাও দেওয়া হয়েছে; আমরা বিশ্বাস করি যে এইভাবে অনেক নারীকে বিব্রতকর অবস্থা থেকে রক্ষা করা যেতে পারে।'

সন্দেশখালি দিয়েছিল শাহজাহান, আর উত্তর দিনাজপুর দিল তাজমুল : গৌরব ভাটিয়া

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই (হি.স.): চোপড়ার ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করল বিজেপি। সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া বলেছেন, সন্দেশখালি দিয়েছিল শাহজাহান, আর উত্তর দিনাজপুর দিল তাজমুল। সাংবাদিক সম্মেলনে গৌরব ভাটিয়া বলেছেন, """""""জঙ্গল-রাজ ক্যাসা হোতা হ্যায়"""" বললে ভুল হবে না? মমতা-রাজ জাইসা হোতা হ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের গুন্ডাদের সুরক্ষা নিয়ে চিন্তিত।'

গৌরব ভাটিয়া আরও বলেছেন, 'তাজমুল ওরফে জেসিবি সংবিধানকে টুকরো টুকরো করে ফেলছে। তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমান এক সাংবাদিককে বলেছেন, মুসলিম দেশে কিছু আইন এরকম। হামিদুল রহমান কি আপনার (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের) মানসিকতাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন? সন্দেশখালি দিয়েছিল শাহজাহান, আর উত্তর দিনাজপুর দিল তাজমুলকে।'

কেন্দ্রীয় এজেন্সি অপব্যবহার অভিযোগ, সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই (হি.স.): কেন্দ্রীয় সরকার লাগাতার সিবিআই, ইডি-র মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির অপব্যবহার করে চলেছে। এই অভিযোগ তুলে সোমবার সংসদ ভবনের বাইরে বিক্ষোভে বসলেন বিরোধী দলের সাংসদরা। বিক্ষোভের নেতৃত্বে ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর, আম আদমি পার্টির সাংসদ রাঘব চাড্ডা-সহ অন্যান্যরা। বিক্ষোভে যোগ দেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদরাও। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির অপব্যবহারের অভিযোগ নতুন নয়। এর আগেও একাধিকবার এই অভিযোগে সোচ্চার হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য বিজেপি-বিরোধী নেতৃত্ব।

চা বাগান ধ্বংসের বিরোধীতায় শ্রম বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনের ডেপুটেশন ঘিরে সোমবার আগরতলায় মিছিল। নিজস্ব ছবি।

সিএ-রা আমাদের আর্থিক সুস্থতার জন্য অবিচ্ছেদ্য, এক্স-বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই (হি. স.): চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস দিবসে সিএ-দের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

সোমবার প্রধানমন্ত্রী এক্স বার্তায় লিখেছেন, "শুভ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস দিবস! সিএ-রা আমাদের অর্থনৈতিক ল্যান্ডস্কেপ গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের দক্ষতা এবং কৌশলগত অন্তর্দৃষ্টি ব্যবসা এবং ব্যক্তিদের জন্য সমানভাবে উপকারী। তাঁরা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তাঁরা আমাদের আর্থিক সুস্থতার জন্য সমানভাবে অবিচ্ছেদ্য।"

প্রসঙ্গত, ১৯৪৯ সালে ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ আইসিএআই-এর বার্ষিক অনুষ্ঠানে দিনটি প্রথম পালন করার কথা ঘোষণা করা হয়। আইসিএআই হল একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা যার ভারতে চার্টাড অ্যাকাউনটেন্টদের পোশাক কেমন হবে তা ঠিক করে দেয়। আইসিএআই এই কাজের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেককে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য দিনটি উদযাপন শুরু করে।

ভারতে ১ জুলাই এই দিনটি উদযাপিত হলেও সারা বিশ্বে ১১ নভেম্বর পালিত হয় এই দিন।

দেশে লাগু নয়া ফৌজদারি আইন, দিল্লিতে প্রথম গ্রেফতার এক হকার

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই (হি.স.): সোমবার, ১ জুলাই থেকে চালু হয়েছে নতুন ফৌজদারি আইন। আর প্রথম দিনেই দিল্লির এক হকারের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল দিল্লি পুলিশ। রাস্তা আটকে বেআইনিভাবে জিনিস বিক্রির অভিযোগে দিল্লি রেল স্টেশনের কাছ থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযুক্তের নাম পঙ্কজ কুমার। তিনি বিহারের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত রবিবার রাতে, রেলস্টেশন লাগোয়া কমলা মার্কেট ফুটব্রিজের কাছে। নতুন ফৌজদারি আইনের ২৮৫ ধারায় ওই হকারকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সোমবার আগরতলায় নতুন তিন ফৌজদারী আইনের সচেতনতায় পুলিশের কর্মসূচী। নিজস্ব ছবি।

চা বাগান ধ্বংস এবং জবর দখলের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই: রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে বেআইনিভাবে চা বাগান ধ্বংস করা এবং জায়গা জবরদখলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে সিআইটিইউ ও টি টি ডব্লু ইউ। আজ আগরতলার রাজপথে বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনের তরফ থেকে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়েছে। সিআইটিইউ-র রাজ্য সভাপতি মানিক দে বলেন, ত্রিপুরার চা বাগানগুলি বিট্রিশ আমলে তৈরী করা হয়েছিল। তাছাড়া, কর্মসংস্থান তৈরীতে বাগিচা শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠন হওয়ার পর থেকে বাগিচা শিল্পের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে। এদিন তিনি অভিযোগ করেন, আইন রয়েছে চা বাগানের জমি হস্তান্তর করা যাবে না। তারপর চা বাগান জায়গা লিখিতভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে। রাতের আঁধারে বেআইনিভাবে চা বাগান ধ্বংস করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে চোপড়ার ঘটনার নিন্দা সায়নী ঘোষের

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই (হি. স.): চোপড়ায় মহিলাকে প্রকাশ্যে মারধরের ঘটনার নিন্দা করলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সায়নী ঘোষ। সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, যে ঘটনা ঘটেছে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে। সেই সঙ্গে এই ধরনের ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে আর না ঘটে, সেদিকেও খেয়াল রাখা হবে বলে মন্তব্য করেন তৃণমূল কংগ্রেসের যাদবপুরের সাংসদ। পাশাপাশি যাদবপুরের সাংসদ সায়নী বলেন, বাংলার মহিলারা সুরক্ষিত না অসুরক্ষিত, সে বিষয়ে বিজেপির কাছ থেকে কোনও কথা তাঁরা শুনতে চান না। বাংলার মা, বোনেরা নিজেদের নিরাপদ মনে করেন বলেই তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যো পাধ্যায়কে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করেছেন বলে জানান সায়নী।

দেশের জন্য যাঁরা রক্ত ঝরিয়েছেন তাঁদের আদর্শ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত : ডঃ মোহন ভাগবত

গাজীপুর, ১ জুলাই (হি.স.) : রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর সরসঙ্ঘচালক ডঃ মোহন ভাগবত সোমবার ধামুপুরে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে """মেরে পাপা পরমবীর"""" শীর্ষক বই প্রকাশ করেছেন। পরম বীর চক্র বিজয়ী বীর আব্দুল হামিদের জীবনের উপর ভিত্তি করে এই বইটি লিখেছেন ডঃ রামচন্দ্রন শ্রী নিবাসন। সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত তাঁর একদিনের সফরে পরমবীর চক্র বিজয়ী বীর আব্দুল হামিদের গ্রাম ধামুপুরে পৌঁছন। বীর আব্দুল হামিদের জন্মদিন উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ভাবগত সর্বাগ্রে আব্দুল হামিদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানা।

এই উপলক্ষে মোহন ভাগবত ক্যাপ্টেন মাকসুদ গাজীপুরির লেখা """ভারত কা মুসলিম"""" বইটিও প্রকাশ করেন। ক্যাপ্টেন মাকসুদ সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত। আবদুল হামিদের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তিনি। এই অনুষ্ঠানে নিজ বক্তৃতায় সঙ্ঘ প্রধান মোহন ভাগবত বলেন, যারা দেশের জন্য রক্ত-ঘাম ঝরিয়েছেন তাদের আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। তিনি বলেন, শহীদদের স্মরণ ও অনুকরণের মাধ্যমে একটি মহান ভারত তৈরি হয় এবং একজন ভাল ভারতীয় হওয়ার গর্ব পায়। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, আমাদের মাতৃভূমি ও প্রাচীন সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব করা এবং অনুকরণ করা উচিত। তিনি বলেন, পশু ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মানুষ বাঁচে অন্যের জন্য, আর পশুরা বাঁচে নিজের জন্য। এই কাজটি করেছেন পরমবীর চক্র বিজয়ী আব্দুল হামিদ। যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। শহীদ আব্দুল হামিদের জন্মবার্ষিকীতে ভাগবত বলেন, বাস্তবে শহীদরা অমর হয়ে থাকেন। একজন শহীদের আত্মত্যাগ মহান। ভারতীয় সংস্কৃতিতে নিজের ভোগ ও আনন্দের জন্য বেঁচে থাকার ঐতিহ্য নেই। শহীদরা এভাবেই জীবন কাটায়। এটা খুবই কঠিন তপস্যা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

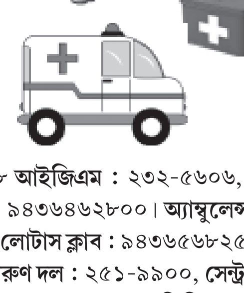

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মানহানির মামলায় তৃণমূল সাংসদ সাকেতকে ৫০ লক্ষ জরিমানা আদালতের

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই (হি. স.) : প্রাক্তন কূটনীতিক লক্ষ্মী পুরীর দায়ের করা মানহানির মামলায় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা এবং রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখলেকে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিল আদালত। সোমবার দিল্লি হাইকোর্ট এই নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি গোখলেকে একটি সর্বভারতীয় সংবাদপত্রের মাধ্যমে এবং তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। নির্দেশ পালনের জন্য তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদকে আট সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে। আর এক্স হ্যান্ডেলে ক্ষমাপ্রার্থনার পোস্ট ৬ মাস রাখতে হবে বলেও নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ২০২১ সালের জুন মাসে এক্স হ্যান্ডেলের (টুইটার) পোস্টে সাকেত অভিযোগ করেন, রাষ্ট্রসংঘে নিযুক্ত ভারতের প্রাক্তন কূটনীতিক লক্ষ্মী পুরী আয়ের সঙ্গে সংগতিহীন রোজগার দিয়ে সুইজারল্যান্ডে জমিবাড়ি কিনেছেন। তা নিয়ে ব্যাপক শোরগোল হয়েছিল। এরপর লক্ষ্মী পুরী বিষয়টি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন। সাকেতের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন। পুরী আদালতে বলেন, সাকেত গোখেলের দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। সাকেত যা লিখেছেন তাতে তাঁর এবং পরিবারের সম্মানহানি হয়েছে। তিন বছর মামলা চলার পর অবশেষে তৃণমূল সাংসদকে দোষী সাব্যস্ত করেছে দিল্লি হাইকোর্ট।

হয়েছে ঃ ডা: বিশাল কুমার

● প্রথম পাতার পর

যকার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. বিশাল কুমার একথা জানান।

জেলাশাসক ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার ডা. কিরণ কুমার কে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে আজ থেকে দেশে চালু হওয়া নতুন তিনটি আইনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

উল্লেখ্য, নতুন এই তিনটি আইন হল ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, ২০২৩, ও ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, ২০২৩।

সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার জানান, পুরাতন আইনগুলি বেশীর ভাগই ছিল ১২০ থেকে ১৬০ বছরের পুরাতন। বিচার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতেই এই নতুন তিনটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। বিচার ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, বিচার প্রক্রিয়া ত্বারান্বিত করা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রায় ৪ বছর ধরে বিভিন্ন আলাপ আলোচনার শেষে এই আইনগুলি আনা হয়েছে। যাতে করে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির পাশাপাশি নাগরিকদের সুষ্ঠু বিচারের মধ্য দিয়ে সঠিক ন্যায় প্রদান করা যায়। তাছাড়া সাজার হারও বাড়ানো যাবে।

এই নতুন আইনের কয়েকটি দিক হল, নতুন আইন অনুসারে ঘটনা যেখানেই সংঘটিত হোক না কেন যে কোন জায়গা থেকে এফআইআর করা যাবে। পাশাপাশি ই-এফআইআর-ও করা যাবে। এই আইনে বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে সমস্ত বিচার প্রক্রিয়া তদন্তে প্রযোজ্য হবে। এছাড়া নতুন আইন অনুসারে বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। লিখিত সরাসরি সাক্ষ্য দেওয়ার মত এই বৈদ্যুতিন সাক্ষ্যেরও সমান গুরুত্ব থাকবে। এতে দূর থেকেও সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিতে পারবেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়েছে, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩ ভারতীয় দন্ডবিধি, ১৮৬০ কে প্রতিস্থাপন করে, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, ২০২৩ ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ কে প্রতিস্থাপন করে এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, ২০২৩ ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২কে প্রতিস্থাপন করে।

আরোপ করেনি ঃ অর্থমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

রাজ্যে জিএসটি খাতে আয় হয়েছে প্রায় ১ হাজার ৮৯৯ কোটি টাকা। তিনি আশা প্রকাশ করেন আগামী পাঁচ বছরে এই খাতে কর আদায় আরও ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিজিএসটির কমিশনার টি ভি রবি, অর্থ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব আকিঞ্চন সরকার প্রমুখ। পণ্য ও পরিষেবা কর দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের কর প্রদানকারী ও ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পের এজেন্টগণ উপস্থিত ছিলেন।

কাজে ব্যর্থ সরকার ঃ বীরজিৎ

● প্রথম পাতার পর

হাইওয়েতে যাওয়ার যে রাস্তাটি সেই রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে ভগ্ন দশায় পরিণত হয়ে আছে। রাস্তাটির সংস্কারের জন্য স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফ থেকে পিডব্লিউডি অধিকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ পাঠানোর পরেও সংশ্লিষ্ট দপ্তর রাস্তাটি সংস্কারের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। তাই এলাকার পরিদর্শনে গিয়েছেন বিধায়ক বীরজীৎ সিনহা। পরির্দশনকালে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধি সহ এলাকাবাসী।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক বলেন, রাস্তাটি বর্তমানে এমন অবস্থা হয়ে আছে মানুষ চলাচলের অযোগ্য। বর্তমান রাজ্য সরকার উন্নয়নমূলক কাজে ব্যর্থ তারা শুধু কাটমানির টাকা নিয়ে ব্যস্ত পড়েছে। যেমনেই হোক রাস্তাটির সংস্কার করার ব্যবস্থা করবেন তিনি।

প্রশাসন দেওয়াই লক্ষ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

শংসাপত্র প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজোর জনগণকে স্বচ্ছ প্রশাসন উপহার দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ডিজিটাইজেশন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে রাজ্যেইতিমধ্যেই ই-ক্যাবিনেট ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। প্রতিটি দপ্তরে ই-অফিস চালু হওয়ার ফলে জনগণকে দ্রুত পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দ্রুত করা সম্ভব হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বর্তমানে ৫৮৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ৫৮৯টি ভিলেজ কাউন্সিল অফিস, ৪টি জেলা পঞ্চায়েত অফিস, ৪টি পিআরটিআই, ৩৫টি পঞ্চায়েত সমিতি, ৪০টি ব্লক উপদেষ্টা কমিটি এবং ৮টি জেলা পরিষদকে ই-অফিসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, শিক্ষা দপ্তর, নগর উন্নয়ন ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলিতে ই-অফিস ব্যবস্থা ক্ষেত্র পর্যায়ের অফিসগুলোতেও চালু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ডিজিটাইজেশনের ক্ষেত্রে রাজ্যের আরও একটি সাফল্যের ভিত্তি হল বেনিফিসিয়ারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের (বিএমএস) সফল কার্যকর করা। বর্তমানে এই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে রাজ্যের প্রকৃত সুবিধাভোগীরা বিভিন্ন প্রকল্পে সুবিধা গ্রহণ করতে পারছেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বপ্ন হচ্ছে ডিজিটাল ইন্ডিয়া গঠন করা। প্রধানমন্ত্রীর এই স্বপ্ন পূরণে রাজ্যেও সমস্ত ক্ষেত্রে ডিজিটাইজেশন ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল ইন্ডিয়ার ভাবনাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্য ডিজিটাইজেশনের ক্ষেত্রে অনেক অগ্রসর হয়েছে। ছোট রাজ্য হলেও ডিজিটাইজেশনের ক্ষেত্রে রাজ্য দেশের মধ্যে ভালো অবস্থানে রয়েছে। তিনি বলেন, ২০২৩ সালের মে মাসে রাজ্যে মিশনমুডে ই-অফিস চালুর কাজ শুরু হয়েছিল। বর্তমানে প্রতি দপ্তরের পাশাপাশি পঞ্চায়েত স্তরের অফিসেও ই-অফিস চালু করা সম্ভব হয়েছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মুখ্যসচিব জে কে সিনহা এবং শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা বিশ্বশ্রী বি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড় প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, শিক্ষা দপ্তরের সচিব রাভাল হেমেন্দ্র কুমার, নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, রাজস্ব দপ্তরের সচিব পুনীত আগরওয়াল সহ বিভিন্ন দপ্তরের সচিবগণ ও অধিকর্তাগণ।

সম্পূর্ণ রূপে বাস্তবায়িত হলে এই তিনটি আইন আধুনিক বিচার ব্যবস্থা তৈরি করবে

নয়াদিল্লি, ০১ জুলাই ২০২৪ : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ আজ থেকে দেশজুড়ে কার্যকর হওয়া তিনটি নতুন ফৌজদারি আইনকে শাস্তিমূলক হওয়ার পরিবর্তে ন্যায়বিচার প্রদানকারী এবং ভুক্তভোগী-কেন্দ্রিক বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নতুন আইনে শাস্তির চেয়ে ন্যায়বিচারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, বিলম্বের পরিবর্তে দ্রুত শুনানি ও দ্রুত ন্যায়বিচার করা হবে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকার সুনিশ্চিতভাবে রক্ষা করা হবে। নয়াদিল্লিতে এক সংবাদ সম্মেলনে শ্রী অমিত শাহ বলেন, নতুন ফৌজদারি আইন সম্পর্কে নানা ধরনের ভুল ধারণা ছড়ানো হচ্ছে, যার উদ্দেশ্য হল এই আইনগুলি সম্পর্কে মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। তিনি বলেন, চার বছর ধরে সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে প্রতিটি দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে নতুন আইন আনা হয়েছে এবং স্বাধীনতার পর এতদিন পর্যন্ত কোনও আইন নিয়ে এত দীর্ঘ আলোচনা আর হয়নি।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার ৭৭ বছর পর ভারতের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা আজ সম্পূর্ণ রূপে দেশীয় হয়ে উঠছে এবং আজ থেকে দেশের প্রতিটি থানায় এই তিনটি নতুন আইন প্রয়োগ করা শুরু হবে। শ্রী শাহ বলেন, এই আইনগুলির ভিত্তি হল শাস্তির পরিবর্তে ন্যায়বিচার, দেরির পরিবর্তে দ্রুত শুনানি এবং দ্রুত ন্যায়বিচারের সংস্থান। একই সঙ্গে, আগের আইনে শুধুমাত্র পুলিশের অধিকার রক্ষার বিষয়টিই ছিল, কিন্তু নতুন আইনে এখন ভুক্তভোগী এবং অভিযোগকারীর অধিকার রক্ষা করার বিধানও রয়েছে।

শ্রী অমিত শাহ বলেন, গতকাল মধ্যরাত থেকে দেশজুড়ে এই তিনটি নতুন আইন কার্যকর হওয়ার ফলে আমাদের দেশের সমগ্র ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় এখন ভারতীয় চেতনা দেখা যাবে। তিনি বলেন, এই আইনগুলিতে এমন অনেক বিধান রাখা হয়েছে, যা দেশের নাগরিকদের অনেক দিক দিয়ে উপকৃত করবে। তিনি বলেন, এই আইনগুলিতে ব্রিটিশদের আমলের বিতর্কিত অনেক বিধানকে সরিয়ে আজকের সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ধারা যুক্ত করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, এই আইনগুলিতে ভারতীয় সংবিধানের ভাবনা অনুসারে ধারা ও অধ্যায়গুলির অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, নতুন আইনে নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধকে প্রথম অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। শিশু ও মহিলাদের বিরুদ্ধে হওয়া অপরাধকে আরও সংবেদনশীল করে তুলতে ৩৫টি ধারা ও ১৩টি বিধান সম্বলিত একটি নতুন অধ্যায় সংযুক্ত করা হয়েছে। একইভাবে, পূর্ববর্তী আইনে গণপিটুনির অপরাধের জন্য কোনও বিধান ছিল না, কিন্তু নতুন আইনে প্রথমবারের মতো গণপিটুনির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এবং এর জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শ্রী শাহ বলেন, নতুন আইনগুলিতে ব্রিটিশদের তৈরি রাষ্ট্রদ্রোহ আইনকে সমূলে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তিনি বলেন, নতুন আইনে দেশবিরোধী কার্যকলাপের জন্য একটি নতুন ধারা যুক্ত করা হয়েছে, যার অধীনে ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতাকে ক্ষতিগ্রস্থ করার জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে।

শ্রী অমিত শাহ বলেন, এই তিনটি আইন সম্পূর্ণ রূপে রূপায়ণের পর সবচেয়ে আধুনিক বিচার ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। এই আইনগুলি সারা দেশে সম্পূর্ণরূপে লাঘু হয়ে যাওয়ার পর, ভারতীয় ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক বিচার ব্যবস্থায় পরিণত হবে। তিনি বলেন, তিনটি নতুন আইনে আধুনিক প্রযুক্তিকে শুধুমাত্র গ্রহণ করা হয়নি, এমন একটি বিধানও করা হয়েছে যাতে আগামী ৫০ বছরে আসা সমস্ত প্রযুক্তিকেও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তিনি বলেন, সারা দেশে ৯৯.৯ শতাংশ থানাকে কম্পিউটারাইজড করা হয়ে গেছেঊ

২০১৯ সাল থেকে ই-রেকর্ড তৈরির প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছেঊ জিরো-এফআইআর, ই-এফআইআর এবং চার্জশিট সবই ডিজিটাল হবে। শ্রী শাহ বলেন, নতুন আইনগুলিতে সমস্ত প্রক্রিয়াগুলির ক্ষেত্রে তা সম্পন্ন করার সময়সীমাও নির্ধারণ করা হয়েছেঊ সম্পূর্ণ রূপে বাস্তবায়ন হওয়ার পরে 'তারিখ পে তারিখ' অর্থাৎ সময় বাড়িয়ে চলার বিষয়টি থেকে স্বস্তি পাওয়া যাবে। তিনি আরও বলেন, যে কোনও ক্ষেত্রে এফআইআর দায়ের করা থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত ৩ বছরের মধ্যে ন্যায়বিচার পাওয়া যাবেঊ

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, নতুন আইনে ৭ বছর বা তার বেশি শাস্তি হওয়ার অপরাধের ক্ষেত্রে ফরেনসিক তদন্ত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, এটি দ্রুত ন্যায়বিচার প্রদান করবে এবং দোষী সাব্যস্ত করার হারকে ৯০ শতাংশে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে। শ্রী শাহ বলেন, ফরেনসিক তদন্ত বাধ্যতামূলক করতে আমরা দূরদর্শিতার সঙ্গে কাজ করেছি এবং ২০২০ সালেই জাতীয় ফরেনসিক বিজ্ঞান পরীক্ষাগার তৈরি করেছি। তিনি বলেন, এর জন্য প্রশিক্ষিত জনবলের প্রয়োজন হবে এবং তিন বছর পর আমাদের বিচার ব্যবস্থার সেবায় প্রতি বছর দেশে ৪০ হাজারেরও বেশি প্রশিক্ষিত জনবল পাওয়া যাবে। তিনি জানান, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, ৯টি রাজ্যে ফরেনসিক বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস খোলা হবে এবং ৬টি কেন্দ্রীয় ফরেনসিক পরীক্ষাগারও স্থাপন করা হবে।

শ্রী অমিত শাহ বলেন, ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট ২০২৩ প্রমাণ সংক্রান্ত প্রযুক্তিকেও উৎসাহিত করেছে। তিনি জানান, বৈদ্যুতিন প্রমাণের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য বেশ কয়েকটি বিধান করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী বলেন, এই আইনগুলি বাস্তবায়নের জন্য ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, প্রতিটি রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর এবং বিচার মন্ত্রক অনেক প্রচেষ্টা করেছে। তিনি বলেন, নতুন আইনগুলিতে বর্তমান সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে বিভিন্ন ধারা যুক্ত করা হয়েছে এবং এমন অনেক ধারা সরিয়ে ফেলা হয়েছে, যেগুলোর জন্য দেশবাসীর সমস্যা হচ্ছিল।

শ্রী শাহ জানান, এই আইন নিয়ে লোকসভায় মোট ৯ ঘণ্টা ২৯ মিনিট আলোচনা হয়েছে, যেখানে ৩৪ জন সদস্য আলোচনা করেছেনঊ অন্যদিকে রাজ্যসভায় ৬ ঘণ্টা ১৭ মিনিট আলোচনা হয়েছে, যেখানে ৪০ জন সাংসদ অংশ নিয়েছেন। তিনি বলেন, সংসদ সদস্যদের বহিষ্কার করে এই আইনগুলি পাস করা হয়েছে বলে মিথ্যা ছড়ানো হচ্ছে। তিনি বলেন, বহিষ্কৃত সদস্যদের কাছে তার পরেও একটা বিকল্প ছিলঊ তাঁরা সভায় এসে আলোচনায় অংশ নিয়ে নিজেদের মতামত রাখতে পারতেন, কিন্তু একজন সদস্যও তা করেননি। শ্রী অমিত শাহ বলেন, ২০২০ সালে তিনি সমস্ত সাংসদ, মুখ্যমন্ত্রীগণ, সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারকদের কাছে চিঠি লিখে তাঁদের পরামর্শ চেয়েছিলেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব এই বিষয়ে দেশের সমস্ত আইপিএস অফিসার এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছ থেকে পরামর্শ চেয়েছেন। শ্রী শাহ বলেন, তিনি নিজে ১৫৮ বার এই আইনগুলি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন। তারপর এই আইনগুলি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কমিটিতে পাঠানো হয়েছিল, যেখানে আড়াই-তিন মাস ধরে এগুলি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা হয়েছিল এবং সমস্ত দলের সাংসদরা এতে অংশ নিয়ে তাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন। শ্রী শাহ বলেন, কিছু রাজনৈতিক পরামর্শ ছাড়া তাঁদের প্রতিটি প্রস্তাবকে অন্তর্ভুক্ত করে মোট ৯৩টি পরিবর্তন করে মন্ত্রিসভা আবার বিলটি পাস করে এবং তারপর তা সংসদে পেশ করা হয়। তিনি বলেন, এত বড় সংস্কারকে রাজনৈতিক রঙ দেওয়া ঠিক নয় এবং এই আইনটি সংবিধানের চেতনা অনুসারে দেশের ১৪০ কোটি নাগরিককে ন্যায়বিচার ও আত্মসম্মান প্রদানের একটি প্রক্রিয়া। তিনি বলেন, ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে কোনও আইন নিয়ে এত দীর্ঘ আলোচনা কখনও হয়নি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমস্ত রাজনৈতিক দলকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে এই আইনগুলিকে সমর্থন করার এবং জনগণের স্বার্থে তাদের পরামর্শ নিয়ে আলোচনা করার আহ্বান জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে ১৫ দিনের পুলিশ হেফাজত সংক্রান্ত সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, কিছু লোক এই বিভ্রম ছড়াচ্ছে যে, নতুন আইনে রিমান্ডের সময় বেড়েছেঊ কিন্তু সত্যিটা হল যে, নতুন আইনেও রিমান্ড বা হেফাজতের সময় আগের মতোই ১৫ দিনই রয়েছে।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে শ্রী শাহ বলেন, নতুন আইনের আওতায় প্রথম মামলাটি দিল্লির পথবিক্রেতার বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়নি, বরং গোয়ালিয়র থানায় একটি চুরির মামলায় দায়ের করা হয়েছে। তিনি বলেন, দিল্লিতে পথ-বিক্রেতার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাটি পুরানো বিধানের অধীনে ছিল এবং তা পর্যালোচনার বিধান ব্যবহার করে পুলিশ খারিজ করে দিয়েছে। শ্রী শাহ আরও বলেন, দেশের প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষায় এই আইনগুলিকে উপলব্ধ করানো হবে এবং কারও মনে যদি কোনও সন্দেহ তৈরি হয়, তাহলে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁদের প্রতিবাদ জানাতে পারবেন। তিনি বলেন, আইনগুলিকে বয়কট করার পরিবর্তে একসঙ্গে বসে আলোচনা করার পথ অবলম্বন করা উচিত।

ধর্মঘটের ডাক এসএফআই'র

● প্রথম পাতার পর

এদিন তিনি অভিযোগ করেন, গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয়করণের মধ্য দিয়ে এক দেশ এক পরীক্ষা নীতি চালু করার চেষ্টা করছে সরকার। কিন্তু তা চালু করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র বিদ্যা ব্যবসার সাথে জড়িত আছে। ফলে, দেশের গরিব পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ হারিয়ে ফেলছে। এরই প্রতিবাদে আগামী ৪ জুলাই সারা দেশে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে এসএফআই-টিএসইউ।

সংবর্ধিত করলেন মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিভাগ নির্মাণে ১৯২ কোটি টাকা, বিশ্রামগঞ্জে নেশামুক্তি কেন্দ্র স্থাপনে ১২১ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তাছাড়াও ন্যাশনাল বোর্ড অব এক্সামিনেশনের অধীনে আইজিএম হাসপাতালে ৪টি বিভাগে ২০টি ডিএনবি আসনের অনুমোদন পাওয়া গেছে। 'মেরা হাসপাতাল' পোর্টাল নামে নতুন একটি ডিজিটাল পরিষেবারও সূচনা হয়েছে। ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অব প্যারামেডিক্যাল সায়েন্স কলেজ অ্যাণ্ড স্কুল অব নার্সিংয়ে ৪০ আসন বিশিষ্ট জিএনএম কোর্স চালু করা হয়েছে। মুখ্যমী জানান, সম্পতি আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের এমবিবিএস কোর্সে আসন সংখ্যা ১০০ থেকে বাড়িয়ে ১৫০ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুখ্যসচিব জে কে সিনহা ও স্বাস্থ্য দপ্তরের বিশেষ সচিব ডা. বাঞ্চিত কাউর। স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য অধিকারের অধিকর্তা ডা. সঞ্জীব দেববর্মা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যুগ্ম স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. সৌভিক দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ত্রিপুরা শাখার মিশন অধিকর্তা রাজীব দত্ত। জাতীয় চিকিৎসক দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠানে রাজ্যের ১০ জন প্রবীণ চিকিৎসক ও ৫ জন নবীন চিকিৎসককে কর্মক্ষেত্রে তাদের বিশেষ অবদানের জন্য সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মুখ্যমী তাদের হাতে মারক উপহার তুলে দেন।

দেশে তিনটি নতুন আইন

● প্রথম পাতার পর

তিন থেকে সাত বছরের সাজা হলে ১৪ দিনের মধ্যে প্রাথমিক তদন্ত শেষ করে এফআইআর নথিভুক্ত করা হবে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অনুসন্ধান প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পর তা আদালতে পেশ করা হবে।

চার্জশিটের সময়সীমাও ঠিক করা হয়েছে

ধর্ষণের মামলায় সাত দিনের মধ্যে নির্যাতিতের মেডিকেল রিপোর্ট থানা ও আদালতে পাঠানো হবে। আগে ঞ্চন্ঞ্চঞ্ছ-তে কোনো সময়সীমা নির্দিষ্ট ছিল না। নতুন আইন আসার পর প্রথম সময় কমানো হবে এখান থেকেই। নতুন আইনে চার্জশিটের সময়সীমাও নির্ধারণ করা হয়েছে। আগের মতোই চার্জশিট দাখিলের জন্য ৬০ ও ৯০ দিন সময়সীমা থাকলেও ৯০ দিন পর তদন্ত চালিয়ে যেতে আদালতের অনুমতি নিতে হবে এবং ১৮০ দিনের বেশি তদন্ত ঝুলিয়ে রাখা যাবে না। ১৮০ দিনের মধ্যে চার্জশিট দাখিল করতে হবে। এ অবস্থায় চলমান তদন্তের নামে চার্জশিট অনির্দিষ্টকালের জন্য ঝুলিয়ে রাখা যাবে না।

আদালতের জন্যও সময়সীমা

আদালতের জন্য সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট ১৪ দিনের মধ্যে মামলাটি আমলে নেবেন। সর্বোচ্চ ১২০ দিনের মধ্যে মামলাটি যাতে বিচারের জন্য আসে তা নিশ্চিত করার জন্য অনেক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পিলি দর কষাকষির সময়ও নির্ধারিত। আবেদন দর কষাকষির নতুন আইনে বলা হয়েছে যে অভিযুক্ত যদি অভিযোগ গঠনের ৩০ দিনের মধ্যে দোষ স্বীকার করে তবে সাজা হ্রাস করা হবে। বিচার শেষ হওয়ার পরে, আদালতকে ৩০ দিনের মধ্যে তার রায় দিতে হবে, বর্তমানে সিআরপিসিতে দর কষাকষির জন্য কোনও সময়সীমা ছিল না। নতুন আইনে মামলার নথিপত্রের প্রক্রিয়াও ৩০ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে। সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমাও রয়েছে। বিচার শেষ হলে ৩০ দিনের মধ্যে রায় দিতে হবে আদালতকে।

করুণার আবেদনের জন্যও নির্দিষ্ট সময়সীমা

লিখিত কারণ রেকর্ড করার সময়, সিদ্ধান্তের সময়কাল ৪৫ দিন পর্যন্ত হতে পারে তবে তার বেশি নয়। নতুন আইনে প্রাণভিক্ষার আবেদনের সময়সীমাও রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের আপিল খারিজ হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে করুণার আবেদন করতে হবে।

এটি নতুন আইন

সন্ত্রাসকে প্রথমবারের মতো সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

রাজদোহিতার বদলে দেশদ্রোহিতা হয়েছে অপরাধ।

গণপিটুনি সেলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড।

নির্যাতিতা যে কোন জায়গায় এফআইআর দায়ের করতে পারবে।

রাষ্ট্রের একতরফাভাবে মামলা প্রত্যাহার করার অধিকার নেই।

এফআইআর, কেস ডায়েরি, চার্জশিট, রায় হবে ডিজিটাল।

অনুসন্ধান এবং জব্দ করার ক্ষেত্রে অডিও-ভিডিও রেকর্ডিং বাধ্যতামূলক।

সাক্ষীদের জন্য অডিও-ভিডিওর মাধ্যমে বক্তব্য রেকর্ড করার বিকল্প।

সাত বছর বা তার বেশি শাস্তিযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে ফরেনসিক প্রমাণ সংগ্রহ বাধ্যতামূলক।

ছোট অপরাধের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সংক্ষিপ্ত বিচারের (সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি) বিধান।

প্রথমবারের অপরাধী বিচার চলাকালীন তার সাজার এক-তৃতীয়াংশ সাজা ভোগ করার পর জামিন পাবে।

পলাতক অপরাধীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

ইলেক্ট্রনিক ডিজিটাল রেকর্ড প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

পলাতক অপরাধীদের অনুপস্থিতিতেও বিচার চলবে।

বড় পরিবর্তন

ভারতীয় দণ্ডবিধি (জ্জঞ্চঞ্ছ) ১৮৬০ বদলে হয়েছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩।

ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোড(ঞ্চন্ঞ্চঞ্ছ) ১৯৭৩ বদলে হয়েছে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ২০২৩।

ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট ১৮৭২ এখন বদলে ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম ২০২৩ হয়েছে।

সিনিয়র রাজ্য এলিটের ২য় সেমিফাইনাল ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন পরিচালিত রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র এলিট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট প্রায় শেষ পর্যায়ে। মাত্র আর একটি ম্যাচ বাদেই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে শিরোপা দখলের মূল লড়াই। ইতিমধ্যেই টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে অংশগ্রহণ করতে যাওয়া একটি দল চূড়ান্ত। দ্বিতীয় দল হিসেবে উদয়পুর নাকি সদর মুখোমুখি হবে প্রতিপক্ষ মোহনপুরের তার দিকে এখন তাকিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীরা। টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী আগামীকাল মঙ্গলবার দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচে। তাতে মুখোমুখি হবে উদয়পুর ও সদর। ম্যাচ হবে ধর্মনগরে। গতকাল প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচে শান্তির বাজারকে ৪১ রানে হারিয়ে প্রথম দল হিসাবে ফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নেয় মোহনপুর। দ্বিতীয় দল হিসাবে কারা মোহনপুরের মুখোমুখি হবে তা চূড়ান্ত হবে আগামীকাল মঙ্গলবার। ধর্মনগরে আয়োজিত দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচের যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত। দুই দলই ফাইনালে খেলার প্রত্যাশী। তবে সবকিছু নির্ভর করছে প্রকৃতি। গত দুদিন ধরে প্রকৃতি বিরূপ আকার ধারণ করেছে তাতে গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচে দুই দলের লড়াই নিয়ে অনেকেই সন্দিহান। যদিও এবারের এই টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী রয়েছে রিজার্ভ ডে। তবে প্রকৃতি

স্বাভাবিক থাকলে নির্ধারিতভাবে দুই দলের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি সম্পূর্ণ হবে কাল। এরপরই চূড়ান্ত হবে ফাইনালে কোন দুটি দল শিরোপা দখলের লড়াইয়ে মুখোমুখি হতে চলেছে। আগামী ৪ জুলাই ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল ম্যাচ।

উৎসাহ ও উদ্দীপনায় প্রেসক্লাব আয়োজিত প্রীতি ফুটবল অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফুটবল খেলার মাঠে অন্য পেশা জগতের চাঁদের হাট বসেছিল আজ। খোদ টি এফ এর প্রেসিডেন্ট প্রণব সরকার জার্সি এবং সর্টস পরে মাঝ মাঠে দীর্ঘক্ষণ খেলেছেন। যদিও টিএফএ ঘরানা থেকে নয়। কেননা জার্সির গায়ে লেখা 'আগরতলা প্রেসক্লাব' সেটাই প্রকাশ করে, সাংবাদিক হিসেবে প্রীতিমূলক ফুটবল খেলতে নেমে প্রত্যেকের সঙ্গে তিনিও যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করেছেন। সঙ্গে আগরতলা প্রেসক্লাবের প্রেসিডেন্ট জয়ন্ত ভট্টাচার্যও। বৃষ্টিস্নাত সকালে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে যেন অন্য পেশা জগতের লোকদের চাঁদের হাট বসেছিল। আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এবং স্পোর্টস কমিটির ব্যবস্থাপনায় প্রেসক্লাবের সদস্য খেলোয়ারদের মধ্যে এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ম্যাচের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী পর্বে আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য, সচিব রমাকান্ত দে, স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ, টিএফএ-র প্রেসিডেন্ট প্রণব সরকার, সচিব অমিত চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। টিএফএ-র সহযোগিতায় এবং খেলোয়ার সাংবাদিকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ সাফল্যমন্ডিত হওয়ায় স্পোর্টস সাব কমিটির কনভেনার তথা প্রেস ক্লাবের জয়েন্ট সেক্রেটারি অভিষেক দে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ইতালির ব্যর্থতা, কোচ স্পালেত্তির পাশে ইতালি ফুটবল ফেডারেশন

রোম, ১ জুলাই (হি. স.): বার্লিনের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে শনিবার শেষ ষোলোর ম্যাচে সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে ২-০ গোলে হেরে ইউরো থেকে বিদায় নিয়েছে ইতালি।

আর এই ব্যর্থতায় সমালোচনার স্রোত বয়ে যাচ্ছে ইতালি জুড়ে। ইতালির কোচ লুচিয়ানো স্পালেত্তির দিকে ধেয়ে আসছে তীর।

নতুন করে গড়ার দাবিও উঠছে। তবে এই দুঃসময়ে কোচের পাশে দাঁড়ালো ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশন।

২০২৬ সাল পর্যন্ত স্পালেত্তির চুক্তি রয়েছে। কোচের পদে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্তে কোনো বদল আসছে না বলে রবিবার জানিয়েছেন ফেডারেশনের সভাপতি গাব্রিয়েলে গ্রাভিনা।

তিনি জানিয়েছেন, 'গতকাল কোচের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ আলোচনা হয়েছে এবং আমি মনে করি, দীর্ঘমেয়াদী একটা পরিকল্পনা পরিত্যাগের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চিন্তা অভাবনীয়। আট---নয় মাস পরই আপনি কোনো প্রকল্প পরিত্যাগ করতে পারেন না।"

সেই সঙ্গে তিনি বলেছেন, 'একজন কোচ, যিনি ৯ অথবা ১০ ম্যাচ দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি সব খেলোয়াড়কে পাননি। স্পালেত্তির প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে। তিনি অবশ্যই কাজ চালিয়ে যাবেন। কেননা, ৬০ দিনের মধ্যে উয়েফা নেশন্স লিগ আছে।"

ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ : জর্জিয়াকে হারিয়ে শেষ আটে স্পেন, এবার প্রতিপক্ষ জার্মানি

রাইন, ১ জুলাই (হি.স.): জার্মানির রাইন এনার্জি স্টেডিয়ামে রবিবার (৩০ জুন) জর্জিয়াকে ৪-১ গোলে হারিয়ে দিল স্পেন। শেষ আটে তাদের প্রতিপক্ষ স্বাগতিক জার্মানি। আর গ্রুপ "এফ" থেকে তৃতীয় হয়ে শেষ ষোলোতে আসে জর্জিয়া। ম্যাচের শুরু অবশ্য স্পেনের ডিফেন্ডার রবিন লে নরম্যান্ডের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় জর্জিয়া। গ্রুপ পর্বে তিন ম্যাচে পাঁচ গোল করে জাল অক্ষত রাখা স্পেন আসরে গোল হজম করল এই প্রথম। তবে বেশিক্ষণ সেই লিড তারা ধরে রাখতে পারেনি। ৩৯ মিনিটে রদ্রি স্পেনকে সমতায় ফেরান।

এরপর দ্বিতীয় হাফে স্পেনের আক্রমণের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি জর্জিয়া। ৫১তম মিনিটে স্পেনকে লিড এনে দেন ফ্যাবিয়ান রুইজ। এরপর স্পেন আরও দুটি গোল করে। গোল দুটি করেন নিকো উইলিয়ামস এবং ড্যানি অলমো। সেমি-ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে আগামী শুক্রবার মুখোমুখি হবে স্পেন ও জার্মানি।

বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস : ক্রীড়া সাংবাদিকতার স্বীকৃতি

সুপ্রভাত দেবনাথ

আজ ২রা জুলাই, বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস উদযাপনের জন্য একত্রিত হওয়ার প্রসঙ্গ অত্যন্ত প্রকট। একটি দিন বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ক্রীড়া ইভেন্টের প্রচার এবং কভার করার ক্ষেত্রে ক্রীড়া সাংবাদিকদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য নিবেদিত। ১৯২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিকে ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশন (এআইপিএস) প্রতিষ্ঠার দিন হিসেবে এই দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

ক্রীড়া সাংবাদিকতার গুরুত্ব

ক্রীড়া সাংবাদিকতা ক্রীড়া শিল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, ভক্তদের বিশেষ করে ক্রীড়া প্রেমীদের জন্য, ক্রীড়া জগতের আপডেট, বিশ্লেষণ এবং অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। ক্রীড়া সাংবাদিকরা ডিজিটাল, প্রিন্ট এবং টেলিভিশন সহ বিভিন্ন মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ক্রিয়াটি জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে। খেলাধুলার প্রতি তাদের নিবেদন এবং আবেগ তাদের কাজের মধ্যে স্পষ্ট, যা তাদেরকে ক্রীড়া বাস্তুতন্ত্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তুলেছে।

AIPS এর ভূমিকা

ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশন (AIPS) হল একটি বিশ্বব্যাপী সংস্থা যা বিশ্বব্যাপী ক্রীড়া সাংবাদিকদের প্রতিনিধিত্ব করে। ১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত, AIPS-এর লক্ষ্য ক্রীড়া সাংবাদিকদের মধ্যে বন্ধন জোরদার করা, বন্ধুত্বের প্রচার করা এবং সম্প্রদায়ের অনুভূতি। ১৬০ টিরও বেশি সদস্য দেশের সাথে, AIPS ক্রীড়া সাংবাদিকদের তাদের শ্রেষ্ঠত্বের অন্বেষণে সমর্থন ও ক্ষমতায়নের জন্য নিবেদিত।

ক্রীড়া সাংবাদিকতায় শ্রেষ্ঠত্ব উদযাপন

বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস হল ক্রীড়া সাংবাদিকদের অর্জনকে স্বীকৃতি দেওয়ার একটি সুযোগ যাঁরা তাদের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। এটি তাদের কঠোর পরিশ্রম, উৎসর্গ এবং বিশ্বের সেরা ক্রীড়া আনার প্রতিশ্রুতির প্রশংসা করার দিন। এই দিনটি ন্যায্য এবং নিরপেক্ষ প্রতিবেদনের গুরুত্বের অনুস্মারক হিসাবেও কাজ করে, ক্রীড়া সাংবাদিকদের তাদের কাজের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রচেষ্টা করতে উৎসাহিত করে।

উপসংহার

আমরা ২রা জুলাই বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস উদযাপন করার সময়, আসুন আমরা ক্রীড়া শিল্পে ক্রীড়া সাংবাদিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করি। তাদের অবদান অমূল্য, এবং খেলাধুলার প্রতি তাদের আবেগ অনুপ্রেরণাদায়ক। আসুন আমরা তাদের কৃতিত্বকে স্বীকৃতি দিই এবং খেলাধুলার বিশ্বকে আমাদের কাছাকাছি নিয়ে আসার জন্য তাদের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করি।

অনিমেষের জোড়া গোল, উমাকান্ত কোচিং সেন্টারকে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক ইকফাই-এর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের হ্যাটট্রিক ইকফাই ফুটবল ক্লাবের। প্রথম ম্যাচে সরোজ সংঘের সঙ্গে ন্যূনতম গোলে হারটা তাদের যেন কাম ব্যাকের উৎসাহে আরও বেশি উদ্দীপিত করে তুলেছে। যার ফলস্বরূপ পরপর তিন ম্যাচে জয়। আজ সোমবার উমাকান্ত কোচিং সেন্টারকে পাঁচ-শুন্য গোলের বড় ব্যবধানেই পরাজিত করেছে। এর আগে সবুজ সংঘ কে আট- শুন্য গোলে এবং কদমতলী যুব সংস্থাকে ৫-০ গোলে হারিয়ে সাফল্যের পথ প্রশস্ত করে নিচ্ছে। ত্রিপুরা ফুটবলে এসোসিয়েশন আয়োজিত সি-ডিভিশন ফুটবল লিগের বি গ্রুপের ১৩ তম ম্যাচ স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বেলা একটায় ম্যাচ শুরু থেকেই ইকফাই ফুটবল ক্লাবের আক্রমণ ভাগের ছেলেরা ছক কষে আক্রমণ রচনা করতে থাকে। ২১ মিনিটের মাথায় রাকেশ জমাতিয়া এবং ৪০ মিনিটের মাথায় গোবিন্দ পূর্ণ জমাতিয়া পর পর দুটি গোল করে দলকে দুই- শূন্যতে লিড এনে দেয়। দ্বিতীয়ার্ধেও ইকফাই এর ছেলেরা একতরফা আক্রমণ রচনা করতে থাকে। ৬৫ ও ৭৫ মিনিটের মাথায় পর পর দুই গোল দলকে ৪-০ তে এগিয়ে দেয়। চার মিনিট বাদে রোহিত জমাতিয়ার গোলে ব্যবধান ৫-০ তে চূড়ান্ত করে। পরবর্তী সময়ে রক্ষণভাগ গুরুত্ব দিয়ে একফায়ের ছেলেরা সময়টা অতিক্রম করে নেয়। এদিকে খেলায় অসদাচরণের এর দায়ে বিজিত দলের আলী আহমেদকে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি সুকান্ত দত্ত, খোকন সাহা, চিরঞ্জিত দেববর্মা ও বিশ্বজিৎ নাথ।

মনীষের জোড়া গোলে বিবেকানন্দকে থামিয়ে চতুর্থ জয় সরোজ সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ে জয়ে এগোচ্ছে সরোজ সংঘ। টানা চার ম্যাচে জয় সরোজ সংঘ কে একদিকে যেমন খেলোয়াররা জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে মনোবল বাড়িয়ে নিচ্ছে। অপরদিকে সাফল্যের লক্ষ্যে পথ প্রসারিত করে এগোচ্ছে। মনীষের জোড়া গোল দুর্দান্ত জয় এনে দিয়েছে আজ, সোমবার বিবেকানন্দ ক্লাবের বিরুদ্ধে। পক্ষান্তরে বিবেকানন্দ ক্লাবের জয়ের ধারায় আজ ক্ষুন্ন করে দিয়েছে সরোজের ছেলেরা। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে টিএফএ আয়োজিত সি ডিভিশন ফুটবল লিগের বি গ্রুপের ১৪ তম ম্যাচ। বেলা তিনটায় প্রথমার্ধের অন্তিম সময়ে মনীষ দেববর্মা একটি গোল করে দলকে এগিয়ে দেয়। দ্বিতীয়ার্ধের ১০ মিনিটের মাথায় সেই মনীষ-ই আরও একটি গোল করলে ব্যবধান বেড়ে ২-০ হয়। পরবর্তী সময়ে দুদলের মধ্যে আক্রমণ প্রতি আক্রমণ পরিলক্ষিত হলেও তৃতীয় গোলের সন্ধান আর কেউ পায়নি। উপরন্ত দু দলের তিনজনকে খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি সত্যজিৎ দেব রায়, আদিত্য দেববর্মা তাপস দেবনাথ ও সুকান্ত দত্ত।

হ্যারিকেনের দাপট বার্বাডোজে; আটকে টিম ইন্ডিয়া, জারি কারফিউ

বার্বাডোজ, ১ জুলাই (হি.স.): হ্যারিকেন বেরিলের দাপটে বার্বাডোজে বন্ধ বিমান চলাচল। ফলে সেখানেই আটকে রয়েছে ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট দলের সদস্যরা। ইতিমধ্যেই সারা শহরে জারি হয়েছে কারফিউ। স্থানীয় সময় সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত এই কারফিউ চলবে বলে জানা গিয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে বন্ধ রাখা হয়েছে স্কুল-কলেজ থেকে সমস্ত প্রশাসনিক দফতর। এছাড়া বন্ধ রয়েছে শহরের সমস্ত দোকান এবং শপিং মল। হ্যারিকেন বেরিলের দাপটে তছনছ হয়ে গিয়েছে বার্বাডোজ। তাই বন্ধ রাখা হয়েছে বিমান চলাচল। সমস্ত ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় বার্বাডোজে আটকে পড়েছে টিম ইন্ডিয়া এবং ভারতের মিডিয়া। পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত বিমানবন্দর বন্ধ রয়েছে। কারফিউ জারি রয়েছে, সমস্ত দোকান ও দফতর আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে।

আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দিনক্ষণ এবং আয়োজক দেশের নাম

কলকাতা, ১ জুলাই (হি. স.): কুড়ি ওভারের বিশ্বকাপ আবার হবে ২০২৬ সালে। শ্রীলংকা ও ভারতের যৌথ আয়োজনে উপমহাদেশে ফিরবে বিশ্বকাপ। সেটাও হবে এবারের মতোই ২০ দলের অংশগ্রহণে। আয়োজক ও বছর চূড়ান্ত হয়ে গেলেও এখনও তারিখ নির্ধারিত হয়নি।

শ্রীলঙ্কা ও ভারত আয়োজক হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে টুর্নামেন্টে খেলার। সদ্য শেষ হওয়া নবম আসরে সুপার এইট খেলা ভারত সহ বাকি ৬ দলেরও চূড়ান্ত হয়ে গেছে টুর্নামেন্টে খেলা। বাকি দল হলো আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংল্যান্ড।

জরিপে বেড়েছে টি-টোয়েন্টির জনপ্রিয়তা

দুবাই, ১ জুলাই (হি. স.): ২০২৪ সালে সংক্ষিপ্ত সংস্করণের জনপ্রিয়তা ৩৫ শতাংশ বাড়ল। একই সঙ্গে কমেছে টেস্টের জনপ্রিয়তা।

ওয়ার্ল ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ডব্লিউসিএ) করা এক জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। পেশাদার ক্রিকেটারদের মধ্যে পরিচালিত জরিপে অংশ নিয়েছেন ১৩টি দেশের মোট ৩৩০ জন ক্রিকেটার।

জরিপে অধিকাংশ ক্রিকেটার ভোট দিয়েছেন টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটকে। এই জরিপে ৩৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে টি-টোয়েন্টি। সবশেষ ২০১৯ সালে ১৫ শতাংশ ভোট পেয়েছিল সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি।

জনপ্রিয়তা কমেছে একদিনের বিশ্বকাপের। ২০১৯ সালে ৮৫ শতাংশ ভোট পাওয়া একদিনের বিশ্বকাপ এবার ভোট পেয়েছে ৫০ শতাংশ। আর ১৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ। ২০১৯ সালে অবশ্য টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চালু হয়নি।

সোমবার রাজভবনে ডক্টরস দে পালন করেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু।

জরুরি অবস্থার সময় গণতন্ত্র এবং সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকারের ওপর আঘাত আনা হয়েছিল: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই : দেশে জরুরী অবস্থার সময় গণতন্ত্র ও সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকারের উপর আঘাত আনা হয়েছিল। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে যে জরুরী অবস্থা জারি করেছিল তাতে দেশের গণতন্ত্র ভুলুণ্ঠিত হয়েছিল। জরুরী অবস্থার সময়ে দেশের সংবিধানকে সম্পূর্ণভাবে বদলে দেওয়ার চক্রান্ত করা হয়েছিল। ফলে দেশের গৌরবময় সংবিধান ও আইনি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। আজ নরসিংগড় স্থিত ত্রিপুরা জুডিশিয়াল একাডেমির অডিটরিয়ামে 'ভারতের সংবিধানে জরুরী বিধানের অতীত ও সম্ভাবনা'র উপর আলোচনাসভার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। রাজ্যের জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয় এই আলোচনাসভার আয়োজন করে। আলোচনাসভায় মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থা জারি হওয়ার ফলে দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো ও নাগরিক অধিকারগুলোর উপর গভীর প্রভাব পড়েছিল। তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার শাসন ক্ষমতা ধরে রাখার লক্ষ্যে দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করেছিল। তিনি বলেন, জরুরী অবস্থার সময় বিরোধী দলের শীর্ষনেতা সহ বহু নেতা ও কর্মীদের বিনা বিচারে মিথ্যা মামলায় জেলবন্দি করে রেখেছিল তৎকালীন সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সংবাদমাধ্যম হচ্ছে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। কিন্তু জরুরী অবস্থার সময় সংবাদমাধ্যমের উপরও কঠোর নিয়ন্ত্রন আরোপ করা হয়েছিল। এরফলে বিরোধী দল সহ জনগণের স্বাধীন মতামত প্রচারের পথও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আলোচনাসভায় স্বাগত বক্তব্যে জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যোগেশ প্রতাপ সিং ভারতের সংবিধানের জরুরী বিধানের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড় প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, শিক্ষা দপ্তরের সচিব রাভাল হেমেন্দ্র কুমার উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে জাতীয় আইন বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভারতের সংবিধান সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ক্যুইজের আয়োজন করা হয়।

ভয়াবহ যান দুর্ঘটনা, আহত একাধিক যাত্রী, গুরুতর আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই : যাত্রীবাহী বাস এবং মারুতি গাড়ির সংঘর্ষে গুরুতর হয়েছেন একাধিক যাত্রী। আজ দুপুরে বিশালগড় ২ নং গেইট সংলগ্ন এলাকায় ওই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে একজন। বর্তমানে সে বিশালগড় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। এদিকে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে নেশাগ্রস্ত বাস গাড়ির চালক। জনৈক যাত্রী জানিয়েছেন, আজ দুপুরে বিশালগড় ২ নং গেইট সংলগ্ন এলাকায় টিআর০১সি১২৫১ নম্বরের যাত্রীবাহী বাসের সাথে টিআর০২সি০৭৫৫ নম্বরের মারুতি গাড়ির সাথে সংর্ঘষ ঘটে। তাতে একাধিক যাত্রী আহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন একজন ব্যক্তি। তাঁকে উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, বাস গাড়ির চালক নেশাগ্রস্ত ছিলেন। যার কারণে দূর্ঘটনাটি ঘটেছে।
বিশালগড় হাসপাতালের জনৈক ডাক্তার বলেন, ওই দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে বিশ্বজিৎ সাহা নামে এক যাত্রী।

যাত্রীবাহী গাড়ি ও কন্টেইনারের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত প্রায় ৮

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই: যাত্রীবাহী ম্যাক্স ও কন্টেইনারের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রায় আটজন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। মুঙ্গিয়া কামি থানাধীন আঠারোমোরা পাহাড়ের আট নং জাতীয় সড়কের ৩৬ মাইল এলাকায় সানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, তেলিয়ামুড়া থেকে আমবাসার দিকে একটি ম্যাক্স গাড়ি যাচ্ছিল। ওই সময় ৩৬ মাইল এলাকায় বাক নিতে গিয়ে উল্টো দিক থেকে আসা একটি কন্টেইনারের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এতে ম্যাক্স গাড়ির চালক সহ যাত্রীরা আহত হয়েছেন। সাথে সাথে সানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে তেলিয়ামুড়া দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছেন। দমকলকর্মীরা আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে তারা চিকিৎসাধীন আছেন। জনৈক যাত্রী জানিয়েছেন, কমপক্ষে সাত থেকে আট জন যাত্রী আহত হয়েছে এই দুর্ঘটনায়। পুলিশ একটি দুর্ঘটনার মামলা নিয়ে তদন্ত করছে এবং গাড়ি দুটিকে আটক করা হয়েছে।

রাস্তা সংস্কার ও স্ট্রিট লাইটের দাবিতে রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১ জুলাই: রাস্তা সংস্কার এবং স্ট্রিট লাইটের দাবিতে প্রচন্ড বৃষ্টির মধ্যে কৈলাসহর-কুমারঘাট রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে এলাকাবাসীরা। ঘটনা কৈলাসহরের পদ্মের পাড় এলাকায়। অবরোধ কারীরা জানান যে, দীর্ঘদিন ধরে পদ্মের পাড় এলাকার রাস্তাটি সংস্কার না করায় রাস্তাটি চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে গেছে। এই রাস্তা দিয়ে শুধুমাত্র সাধারণ মানুষেরাই নয়, রিক্সা কিংবা ই-রিক্সা এলাকায় প্রবেশ করতে চায় না। এলাকার কোনো রোগীকে হাসপাতালে নেওয়ার জন্য কোনো এম্বুলেন্স এলাকায় আসে না। এলাকাবাসীদের পক্ষ থেকে বার বার পুর পরিসদকে জানানোর পরও পুর পরিসদের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে জানান অবরোধকারীরা। অবরোধকারীরা আরও বলেন যে, দীর্ঘদিন ধরে পদ্মেরপাড় এলাকায় সন্ধ্যা হয়ে গেলে স্ট্রিট লাইট জ্বলে না। যার ফলে এলাকায় সন্ধ্যা হলেই আতংকের পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়। পদ্মের পাড় এলাকার রাস্তা ছাড়াও কালীপুরের রাস্তা, জীতুরদীঘির পাড়ের রাস্তা এবং পদ্মের দীঘির রাস্তার অবস্থাও দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে রয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে এসব এলাকার রাস্তা সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না বলে জানান অবরোধ কারীরা।
তাই, এলাকাবাসীরা একত্রিত হয়ে সোমবার পদ্মের পাড় এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করে। সোমবার সকাল থেকেই গোটা কৈলাসহর মহকুমা জুড়ে প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে। এই বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে এবং এই বৃষ্টির মধ্যেই এলাকাবাসীরা একত্রিত হয়ে রাস্তা অবরোধে সামিল হয়েছে। যদিও পরবর্তী সময়ে উর্ধতন আধিকারিকের আশ্বাসে অবরোধ মুক্ত হয় রাস্তা।

বিদ্যালয় একত্রীকরণের প্রতিবাদে বামেদের বিক্ষোভ পানিসাগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ১ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগরে সিপিআইএমের উদ্যোগে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা সংগঠিত করা হয়েছে। স্কুল একত্রিকরণের সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ সহ অন্যান্য বেশ কয়েকটি জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবির ভিত্তিতেই এই প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভা সংগঠিত করা হয়। সপ্তাহব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে পানিসাগর মহকুমা সদরে মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি শুরু হয় বিকাল সাড়ে চারটায়। মিছিল শেষে নেতাজী মুর্তির পাদদেশে হয় পথসভা। মিছিলে সামিল ছিলেন সিপিআইএম নেতৃত্ব অজিত দাস সুকেশ নাথ, সুভেন্দু দাস শীতল দাস অবনী দে,বাবুজয় রিয়াং, সুরানন্দ নাথ, মীনানাথ চৌধুরী, কৃষিরুং রিয়াং প্রীতি বালা নাথ সহ নেতৃত্বরা। সভায় সভাপতিত্ব করেন সিপিআইএম উত্তর জেলা কমিটির সদস্য সুকেশ নাথ। সভায় আলোচনা করেন সিপিআইএম ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তথা জেলা কমিটির সম্পাদক অমিতাভ দত্ত, পানিসাগর মহকুমা কমিটির সম্পাদক অজিত দাস, জেলা কমিটির সদস্য শীতল দাস। নেতৃবৃন্দ আলোচনায় অভিযোগ করে বলেন, মোদি সরকার কমজোর হতেই একের পর এক দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসছে। বিজেপি গত লোকসভা নির্বাচনে দশটি রাজ্য একটি আসন পায়নি। নির্বাচনে ইডি সিবিআই ইলেকশন কমিশনের নগ্ন পক্ষপাতিত্বে এই সরকার ক্ষমতায় এসেছে। উত্তর ত্রিপুরা সহ সমগ্র রাজ্যে অসংখ্য স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদ সহ পানিসাগর মহকুমায় ২৬ টার মত স্কুল বন্ধ করার প্রতিবাদ করা হয়। বিদ্যাজ্যোতি স্কুল গুলোর শিক্ষা ব্যবস্থা বেহাল অবস্থায় রয়েছে। ডাবল ইঞ্জিন এর সরকারের আমলে মানুষ সব ধরনের মৌলিক পরিষেবায় বিপর্যস্ত, সমগ্র মহকুমা জুড়ে বেহাল রাস্তাঘাট মানুষের হাতে কাজ নেই, কর্মসংস্থান বন্ধ, পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের পরিষেবা তলানিতে। এর বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন নেতৃত্বরা।

রাস্তা সংস্কার ও জল নিষ্কাশনী ড্রেনের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১ জুলাই: রাস্তা সংস্কার ও জল নিস্কাশনী ডেইন নির্মানের দাবিতে সোমবার সকাল থেকে বিধায়ক বীরজিত সিনহার বাসভবনের সামনে পাইতুরবাজারে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে জনতা। পুর পরিষদের ১৩ও১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বসবাসকারীরা এই অবরোধে সামিল হয়ে বিক্ষোভ দেখান এদিন। অবরোধকারীরা বলেন, দীর্ঘ দিন যাবত রাস্তাঘাট বেহাল হয়ে আছে। কিন্তু পুর পরিষদের কোন খেয়াল নেই। অলিগলি পথ অত্যন্ত বেহাল। নেই নিকাশি ব্যবস্থা। ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে বাড়িঘরে প্রবেশ করে। রাস্তা ঘাটে চলাচল করা যায় না। এমনকি, গাড়ি ও যাতায়াত করতে পারে না। ১৪ নম্বর ওয়াডের চন্দ্র হাস সিনহার বাড়ির সামনের রাস্তা আছে। কিন্তু রাস্তায় কোনো মেডেলিং কার্পেটিং নেই। কঙ্কাল সার রাস্তা পরে আছে। তাছাড়া ১৩ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়ও একই অবস্থা। এলাকার বাসিন্দা চন্দ্র শেখর সিনহা এই অভিযোগ জানিয়ে বলেন পুর পরিষদের চেয়ারম্যান চপলা রানী দেবরায়কে বিষয়টি বহুবার জানানো হয়েছে। কিন্তু কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। বাসিন্দারা পুর পরিষদের রাজস্ব দেয়। কিন্তু পরিসেবা পায় না। দিকে দিকে রাস্তা সংস্কার, জল নিস্কাশনী ড্রেন পরিষ্কার করা হচ্ছে না। পুর পরিষদের ড্রেন পরিস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ ইত্যাদি করতে হচ্ছে বাসিন্দাদের।জলকর সম্পদ কর ইত্যাদি আদায় করেও পরিষেবা পাচ্ছেননা পুর বাসিন্দারা। দীর্ঘ সময় অবরোধ চলার পর ডিসিএম এসে ১৫দিনের মধে কাজ হবে কথা দিলে অবরোধে তুলে নেওয়া হয়।

নিখোঁজ মেয়েকে ফিরে পেতে জেলা পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ অসহায় পিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ১ জুন: প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ এক নাবালিকা। পর্রবতী সময়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলেও পুলিশ নাবালিকাকে উদ্ধার করতে পারছে না। অবশেষে উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছেন অসহায় পিতা।
নিখোঁজ হওয়া নাবালিকার পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, যে গত ৬ জুন কাঞ্চনপুর মহকুমার অন্তরগত জয়শ্রীর ধনঞ্জয় পাড়া গ্রামের হেমেন্দ্র নাথের ১৬ বছরের মেয়ে সকালে বাড়ি থেকে প্রাতঃভ্রমণে গেলে আর বাড়ি ফিরে আসেনি। মেয়ে বাড়িতে না আসায় অনেক খোঁজাখুঁজি করেন মেয়ের বাবা সহ পরিবারের অন্যান্য লোকেরা। পরবর্তিতে অনেক খোঁজাখুঁজির পরও মেয়ের সন্ধান পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত মেয়ের বাবা মেয়ে নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি নিয়ে লালজুরি ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। লালজুরি ফাঁড়ি লিখিত অভিযোগ দায়ের করার কিছুদিন পর নিখোঁজ হওয়া মেয়ের বাবার মোবাইলে একটি ফোন আসে। তাকে বলা হয়েছিল আমতলী থানার অন্তর্গত গকুলনগর গ্রামে মেয়ে রয়েছে।
পরবর্তীতে মেয়ের দরিদ্র অসহায় বাবা সঙ্গে একজনকে নিয়ে গকুলনগর গ্রামে গেলে একজন ব্যক্তি তাকে বলে ৪০ হাজার টাকা দিলে মেয়েকে ছেড়ে দেওয়া হবে। গরিব অসহায় বাবার কাছে এত টাকা ছিলনা। যার জন্য অল্প কিছু টাকার বিনিময়ে মেয়েকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য বলেছিলেন। কিন্তু মেয়েকে ছাড়া হয়নি অবশেষে দরিদ্র অসহায় বাবা নিরুপায় হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন এবং পরবর্তীতে লালজুড়ির আউটপোস্ট থানার ওসির সাথে বিষয়টি নিয়ে মৌখিক অভিযোগ করেন। তারপরও মেয়েটিকে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রশাসনের কাছ থেকে কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। মেয়েকে ফিরিয়ে আনার জন্য শেষ পর্যন্ত উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপারের নিকট দ্বারস্থ হয়েছেন দরিদ্র অসহায় এই বাবা।
মেয়ের বাবা জানান, যে তিনি আশাবাদী মেয়েকে ফিরিয়ে আনার জন্য জেলা পুলিশ সুপার দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার আগেই শাসক দলের বিরুদ্ধে হুমকির অভিযোগ বিরোধীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই: কালাছড়া ব্লকের আওতাধীন বড়ুয়াকান্দিতে বিরোধীদল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে বলে গুরুতর অভিযোগ করা হয়েছে। এব্যাপারে শাসক দলের সমর্থক কয়েকজনের বিরুদ্ধে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে।
ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে যাতে কংগ্রেস দলের সমর্থক ও কর্মীরা সক্রিয়ভাবে কাজকর্মে জড়িয়ে না পড়ে সেই জন্যেই আগাম এই ধরনের ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে বলে গুরুতর অভিযোগ করা হয়েছে।
রাজ্যে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্ভবত আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। জুলাই মাসে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে। ইতিমধ্যেই বাম কংগ্রেস জোট এই নির্বাচনে একসাথে লোকসভা নির্বাচনের মত লড়াই করবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে। তবে এখনো কত তারিখ পঞ্চায়েত নির্বাচন সংঘটিত হবে তার দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়নি। কিন্তু শাসক দল বিজেপি ইতিমধ্যে তাদের ঘর গোছাতে শুরু করেছে।
কিন্তু নির্বাচন শুরুর আগেই হামলা হুজ্জতির অভিযোগ তুলছে বিরোধীরা। বিশেষ করে কালাছড়া ব্লকের আওতাধীন বড়ুয়াকান্দিতে হুমকির সম্মুখীন হয়েছে চার কংগ্রেস পরিবার। এমনি অভিযোগ তাদের। এই ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন তারা। নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার আগেই বিরোধীদের অভিযোগে রাজনৈতিক মহল আরো সরগরম হয়ে উঠেছে।

বর্ষার বৃষ্টিতে জলমগ্ন বিদ্যালয়, সংস্কারের দাবি অভিভাবকমহলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১ জুলাই: বর্ষার শুরুতে বৃষ্টিতে জলমগ্ন শান্তিরবাজার উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। সোমবার দেখা যায় বিদ্যালয়ের সমস্ত কক্ষে জলমগ্ন হয়ে রয়েছে। শুধুমাত্র রুমে নয় , বিদ্যালয়ের সর্বত্র জলমগ্ন। সঠিকভাবে জল নিষ্কাষনের ব্যবস্থা না থাকার ফলে এমন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এতে করে বিদ্যালয়ে আসা ছাত্র ছাত্রীরা বিশেষ অসুবিধার সন্মুখিন হতে হচ্ছে।
এই বিষয়ে বিদ্যালয় কতৃপক্ষের নিকট জানতে চাইলে বিদ্যালয় কতৃপক্ষ সংবাদ মাধ্যমের সামনে কিছু বলতে নারাজ। জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের তরফ থেকে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। জানা গেছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। অভিভাবকরা দাবি জানিয়েছেন উন্নয়ন তহবিলের টাকা দিয়ে ব্যবস্থা করার জন্য।

এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল জামাতার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১ জুলাই: এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল ওই ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে। মৃত ব্যক্তির নাম মনির হোসেন। সোনামুড়া মহকুমার বক্সনগর আর ডি ব্লকের অন্তর্গত বাগবের গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতাধীন তারকাটা সীমান্তবর্তী ১৯১ গেট সংলগ্ন এলাকায় নজরপুরা গ্রামটি অবস্থিত। সেই গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন মনির হোসেন। এলাকাবাসীর সূত্রে খবর, স্ত্রীর বিরুদ্ধে পরকীয়ার অভিযোগ তুলেছিলেন স্বামী মনির হোসেন। নিজের জামাতার সঙ্গেই ওই মহিলার প্রেমের সম্পর্ক ছিল বলে অভিযোগ। তারপরেই তাকে মারধর করত তার স্ত্রী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাকবিতন্ডার জেরে গত ২৭ জুন মনির হোসেনকে তার পরিবারের সদস্য এবং মেয়ের জামাই মিলে বেধড়ক মারধর করে। তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে বাংলাদেশে গিয়ে ঢাকাতে জামাতা। পরে মনির হোসেনের ছোট ছেলে ইয়ামিন হোসেন বাবার এই অবস্থা দেখে সঙ্গে সঙ্গে তারকাটা বেড়ার ১৯১ গেট পেরিয়ে বিএসএফের সহায়তা বক্সনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসে তাকে। বক্সনগর হাসপাতালে ডাক্তার বাবুরা মনির হোসেনের অবস্থা সংকটজনক দেখে আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য রেফার করেন। বিগত চার দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে আজ ১. ৫০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জামাতা সায়ন মিয়ার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।। ঘটনায় অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি উঠেছে।

ধর্মনগরের রাজনগর কলোনি জুড়ে অবৈধ মদের আসর, দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১ জুলাই: নেশা বিরোধী অভিযানে পুলিশ যখন কোমর বেঁধে ময়দানে নেমেছে ঠিক সেই সময়ে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের রাজনগর কলোনিতে বাংলা মদের রমরমা পরিলক্ষিত হচ্ছে। পুলিশের একাংশের প্রচ্ছন্ন মধ্যতেই এই দেশী মদ তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তাতে এলাকার পরিবেশ কলুষিত হয়ে উঠেছে। রাজনগর কলোনির গ্রাম পঞ্চায়েত হয়ে উঠেছে বাংলা মদের অবৈধ কারখানা।
যুবরাজ নগর আর ডি ব্লকের অধীন রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েত হয়ে উঠেছে বাংলা মদের অবৈধ ব্যবসায়ীদের কারখানা।
এই গ্রামের অধিকাংশ গ্রামবাসীর মাসিক উপার্জনের রাস্তা একটাই তা হচ্ছে অবৈধ দেশীয় মদের ব্যবসা। ধর্মনগরের বিশেষ করে পূর্ব বাজারে পুলিশ এবং পুর পরিষদের যৌথ অভিযানে যেসব দোকান ভাঙ্গা হয়েছে এবং যাদের বিরুদ্ধে অবৈধ মদের আস্তানা বলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার অধিকাংশই আসে এই রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে। শুধুমাত্র বাজার নয় সারা ধর্মনগরে যেসব অবৈধ দেশীয় মদ বিক্রি চলছে তার সবগুলি আসে এই রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে। গ্রামের শান্তি ফিরিয়ে আনতে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবি উঠেছে।

গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১ জুলাই: ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে ইছবপুর গ্রাম পঞ্চায়তের তিন নম্বর ওয়ার্ডের এক ব্যক্তি একটি বিস্কুট বোঝাই ম্যাজিক গাড়ীর ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। জানা যায় এলাকায় প্রভাকর স্কুলের সামনে একটি দোকানে বিস্কুট দিতে এসেছিল গাড়িটি। দোকানে বিস্কুট দিয়ে চালক গাড়িটি ঘুড়িয়ে আনতে গেলে পেছন দিকে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে খেয়াল করেনি। তখন গাড়িটি সোজা এসে ধাক্কা দেয় মানিক লাল দেবকে। এতে ঘটনা স্থলেই মৃত্যু হয় তার। গাড়ির নম্বর টি আর জিরো টু এল-১৬০৪। পরবর্তী সময়ে থানায় খবর গেলে পুলিশ ছুটে আসে এবং গাড়িটিকে আটক করে। মৃতেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়। জানা গেছে গাড়িটি পলটিবাজারের একটি বিস্কুট কেক তৈরীর ফ্যাক্টরির। এই ঘটনার এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

নতুন ফৌজদারি আইন নিয়ে পশ্চিম মহিলা থানায় কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ জুলাই: আজ থেকে সারা দেশের সাথে রাজ্যেও চালু হচ্ছে নতুন ফৌজদারি আইন। সেই উপলক্ষে আজ আগরতলা পশ্চিম মহিলা থানায় সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে সহ অন্যান্য পুলিশ অফিসাররা। এদিন তিনি বলেন, ফৌজদারি আইনে যে যে সংশোধন করা হয়েছে এবং যেগুলি মেনে চলা হবে সেগুলি হল ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম। এদিন তিনি আরও বলেন, নতুন আইন সম্পর্কে পুলিশ আধিকারিকদের অবহিত করতে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। আগামী কিছুদিন এ ধরনের কর্মসূচি বিভিন্ন থানা পর্যায়ে সহ বিভিন্ন জায়গায় করা হবে।

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী
শিবব্রত সেন চৌধুরী (শিব)
জন্ম - ২৩-০৬-১৯৮১
মৃত্যু ০২-০৭-২০২৩
অল্প বয়সেই আমাদের ফাঁকি দিয়ে অমৃত লোকে চলে গেলেন। যেখানেই থাক শান্তিতে থাকবে এই কামনা।
পরিবারবর্গ, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবের পক্ষে
সুকৃতি রায় (রানু) (ফুলমামা)

সোমবার রাজভবনে ডক্টরস দে পালন করেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।